NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় ৭ উইকেটে সূর্যদের

মেসিদের ১ ম্যাচে প্রয়োজন ২ পয়েন্ট ৭

কলকাতা ৭ অক্টোবর ২০২৪ ২০ আশ্বিন ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.10.2024, Vol.18, Issue No. 119, 8 Pages, Price 3.00

ষষ্ঠী-দশমী ধর্নায় আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা

আজ থেকে অনশনে সিনিয়র চিকিৎসকরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ষষ্ঠী থেকে চার দিন সেখানেই ধর্নায় বসবেন আরজি করের চিকিৎসকের বাবা-মা। পাশে থাকবেন তাঁদের আত্মীয়-পরিজনরা। নির্যাতিতার বাবা-মা জানিয়েছেন, চাইলে যে কেউ আসতে পারবেন এই ধর্নাস্থলে। তবে মঞ্চে থাকবেন শুধুই আত্মীয়েরা।

নির্যাতিতার মা জানিয়েছেন, তিন বছর আগে মেয়ের আবদারে বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। বাড়ির গ্যারাজে রাখা হয়েছিল প্রতিমা। সে সময় বাড়িটা আলোয় ঝলমল করত। সকাল থেকে মেলা বসে যেত। এ বছর পরিবারের সকলের সঙ্গে একটু অন্য ভাবেই পুজো কাটাতে চাইছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। তাঁর বাবার কথায়, 'বাড়িতে চার দিন পুজো হত। খুব আনন্দ হত। এ বার খুব কষ্টে রয়েছি। তাই ঘরের সামনে ধর্নামঞ্চ করেছি। ষষ্ঠী থেকে চার দিন সেখানেই বসব। পরিবারের লোকজন থাকবেন। যাঁরা আসতে চাইবেন, আসবেন।' নির্যাতিতার বাবা জানিয়েছেন, রাজনীতিকেরাও চাইলে আসতে পারেন সেখানে। তবে মঞ্চে তাঁদের স্থান হবে না। নির্যাতিতার মা বলেন, 'রাজনীতির রং আমরা চাই না।'

আরজি করের নির্যাতিতার বিচার এবং সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তা-সহ একাধিক দাবিতে ধর্মতলায় আমরণ অনশন শুরু করেছেন ছয় জুনিয়র চিকিৎসক। নির্যাতিতার মা জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের বিচারের দাবিতে যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁরা সকলেই এখন তাঁর সন্তান। ওঁদের কথা ভেবে তিনি এখন কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'মেয়েকে হারিয়েছি। জুনিয়র চিকিৎসকরা যে আন্দোলন করছেন, তা দেখে ঘরে বসে আমার কান্না পাচ্ছে। ওরা না খেয়ে আছে। আমি তো এখন ওদেরও মা। ওরা আমার সন্তান।' এর পরেই তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ওদের সমস্যার সমাধান করার জন্য অনুরোধ করব।'

নির্যাতিতার বাবা রাজ্য সরকারের 'মানবিকতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'সরকারকে দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই নিয়ে সরকার কোনও কথা বলেনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে। উলটে অসহযোগিতা করছে।' নির্যাতিতার মা বলেন, 'মা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, হাসপাতালের

এরপর দুয়ের পাতায়

সুরুচি সঙ্ঘের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জয়নগর কাণ্ডে এইমস বিশেষজ্ঞদের হাতে ময়নাতদন্ত কল্যাণী জেএনএমে

পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। সোমবার কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে নির্যাতিতার ময়নাতদন্ত করবেন এইমসের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। তা কখন হবে, তাও ঠিক করে দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। জয়নগরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। রবিবার পকসো আদালতে মামলা স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এরই সঙ্গে বিচারপতির প্রশ্ন, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে যৌন নির্যাতনের ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও কেন পকসো আইনে মামলা রুজু করেনি পুলিশ?

শনিবার জয়নগরের মহিষমারি গ্রামে ৯ বছরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন-খুনের ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। মৃতার ময়নাতদন্ত ঘিরে জটিলতা দেখা দেয়। নিরপেক্ষতার স্বার্থে রাজ্যের কোনও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে রাজি নয় পরিবার। জয়নগরে নির্যাতিতার ময়নাতদন্ত নিয়ে মৃতের পরিবার রাজ্য পুলিশের অধীনে রাজ্য সরকারি হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করাতে রাজি হচ্ছিলেন না। সেই আবেদন নিয়েই রবিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পরিবার। এরপরই প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নির্দেশ মেনে রবিবারই জরুরি ভিত্তিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে শুনানি হয়। এর প্রেক্ষিতে রাজ্যের তরফে আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় কোনও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্যের নেই। গোটা শুনানি পর্বে একাধিক হাসপাতালের নাম উঠে আসে।

কমান্ড হাসপাতালের পক্ষে মেজর বিজয় জানান, তাদের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ নেই। বিচারপতি বলেন, 'হাসপাতাল যদি নারাজ হয় তা হলে আমি জোর করতে চাই না।' এরপরই কল্যাণী এইমস থেকে শুরু করে ইএসআই জোকা-র নাম তালিকায় আসে। ইএসআই জোকাতে আদৌ এই ধরনের পরিকাঠামো রয়েছে কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। একই সমস্যা তৈরি হয় কল্যাণী এইমসের ক্ষেত্রেও। এরপরই বিচারপতি নিজেই প্রস্তাব দেন, কল্যাণী জেএনএম হাসপাতাল, রাজ্যের হাসপাতাল, সেই পরিকাঠামোতে এইমসের বিশেষজ্ঞরা ময়নাতদন্ত করবেন। পরিবারের দাবি অনুযায়ী, বারুইপুরের জুডিশিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হবে। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলায় সবচেয়ে উল্লেখ্য, বিচারপতি প্রশ্ন করেন, নির্যাতিতার বয়স ১০ বছর। স্বাভাবিক ভাবেই তো পকসো যুক্ত হওয়ার কথা। রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, 'যা যা অভিযোগ আছে, আইনানুগ ভাবে সেই সব ধারা আমরা যুক্ত করে দেব।' এরপরই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, সুরতহাল বা ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট দেখেও কেন পকসো যুক্ত করা হয়নি কেন তা নিয়ে। এরপরই অভিযুক্তকে আর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে না পেশ করে পকসো আদালতে মামলা স্থানান্তর করার পরামর্শ দেন বিচারপতি। বিচারপতির আরও নির্দেশ, সোমবার ১১.৪৫ এর মধ্যে দেহ নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে।

গণপিটুনিতে মৃত্যু ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তের, উত্তপ্ত পটাশপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পটাশপুর: রবিবার সকাল থেকে উত্তাল পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানা এলাকা। সেখানে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে মূল অভিযুক্তেরও।

মৃতার পরিবারের দাবি, ঘটনার সূত্রপাত গত ৪ অক্টোবর দুপুরে। বাড়ির পিছনের মাঠে গোরু-ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন মধ্যবয়স্কা 'নির্যাতিতা'। সেখান থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে যান কয়েক জন। পরে মহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, ওই মহিলাকে উদ্ধারের সময় তাঁর পরনের পোশাক এলোমেলো ছিল। আর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরচ্ছিল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আক্রান্তকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয়েছিল তমলুকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। রবিবার ভোরের দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই মৃত্যু হয় পটাশপুরের বধূর।

ওই খবর পৌঁছনো মাত্র উত্তপ্ত হয় গোটা গ্রামের পরিস্থিতি। অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে পাকড়াও করেন গ্রামের বাসিন্দারা। অভিযোগ, মাঝবয়সি ওই ব্যক্তিকে নগ্ন করে বাঁশ, লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। মারধরে নেতৃত্বে ছিলেন মূলত মহিলারাই। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অভিযুক্তকে গণপ্রহার করা হয়। পুলিশ খবর পেয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে এগরা সুপার স্পেশ্যালিটি

হাসপাতালে ভর্তি করলেও, শেষরক্ষা হয়নি। বাঁচানো যায়নি তাঁকে। মৃত বধূর পরিবারের এক সদস্য জানান, অভিযুক্ত মৃতার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। দু'জনের বাড়ির ব্যবধানও খুব কম। মাত্র ২ মিনিট লাগে যাতায়াতে। ওই ব্যক্তির আরও দাবি, অভিযুক্তের সঙ্গে গ্রামের এক মহিলার বিবাহ বহির্ভূত ছিল। তাঁদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলাতেই এই ঘটনা ঘটে।

তিনি দাবি করেন, 'ওই পরকীয়ার কথা কোনও ভাবে পাঁচকান হয়ে যায়। তখন থেকে অভিযুক্ত হুমকি দিচ্ছিল।' মৃতার পরিবারের আরও দাবি, পাড়া-প্রতিবেশীর সমালোচনার মুখে পড়ে অভিযুক্তের রোষ গিয়ে পড়ে প্রতিবেশী বধূর ওপর। গত শুক্রবার দুপুরে তাঁকে একা পেয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ধর্ষণ করে মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। মৃতার আর এক আত্মীয় দাবি করেন, 'এ কাজ কখনও একজনের হতে পারে না। তাঁর সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি ধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্ত।'

পুলিশ জানাচ্ছে, গত ৪ অক্টোবর অঘটনের পর দু'দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু নির্যাতিতার পরিবারের কেউই থানায় যাননি। অভিযোগও দায়ের করেননি। পুলিশ এখনও ধর্ষণের অভিযোগে সিলমোহর দেয়নি। গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনাতেও কারও আটক বা গ্রেপ্তারির খবর এখনও মেলেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'দু'টিই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঘটনা। আইনি প্রক্রিয়া মেনে ইতিমধ্যে মহিলার মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। রবিবার মৃতার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি গণপিটুনিতে মৃত ব্যক্তির দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ওই ঘটনারও তদন্ত শুরু হয়েছে।'

জানা যাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাম্রলিপ্ত জেলা সদর হাসপাতালে মহিলার দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। এলাকায় এখনও উত্তেজনা থাকায় গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিবেশ এখন থমথমে।

জয়নগর কাণ্ডে অপরাধীর তিন মাসে ফাঁসি: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগর কাণ্ডে অপরাধীর ৩ মাসের মধ্যে ফাঁসির সাজা হবে। রবিবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনসের পুজো উদ্বোধনে গিয়ে এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সরকার পুলিশের পাশে আছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কিছু অংশ থেকে বাংলার বিরুদ্ধে ফেক নিউজ ছড়ানো হচ্ছে। আর তা ছড়ানো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে।

> জয়নগর কাণ্ডে অপরাধীর ৩ মাসের মধ্যে ফাঁসির সাজা হবে। কিছু অংশ থেকে বাংলার বিরুদ্ধে ফেক নিউজ ছড়ানো হচ্ছে। আর তা ছড়ানো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে। ভবিষ্যতে যে এই ফেক নিউজ ধরতে পারবেন, তাঁকে সরকার পুরস্কৃত করবে।
>
> —মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগরের ঘটনায় তিন মাসের মধ্যে ফাঁসি সাজা হবে। রবিবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনসের পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে একথা সাফ জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে পকসো আদালতে এই মামলা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, বাংলায় কিছু হলেই প্রতিবাদ হচ্ছে, আর অন্য জায়গায় কিছু ঘটলে তা নিয়ে কোনও কথা হচ্ছে না। তাঁর সরকার পুলিশের পাশে আছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কিছু অংশ থেকে বাংলার বিরুদ্ধে ফেক নিউজ ছড়ানো হচ্ছে। আর তা ছড়ানো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে। ভবিষ্যতে যে এই ফেক নিউজ ধরতে পারবেন, তাঁকে সরকার পুরস্কৃত করবে বলেও এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। বডিগার্ডের মঞ্চ থেকেই এদিন রাজ্যের আরও চারশোটি পুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ধর্মতলায় আমরণ অনশনমঞ্চে যোগ আরজি করের জুনিয়র চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় অনশনমঞ্চে এ বার যোগ দিচ্ছেন আরজি কর হাসপাতালের দুই জুনিয়র ডাক্তার। শনিবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে সেখানে আমরণ অনশনে বসেছিলেন ছয় জুনিয়র ডাক্তার। তাঁরা কেউই আরজি কর হাসপাতালের নন। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন আরজি করের জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো এবং আশফাকউল্লা নাইয়া।

শনিবার ছয় অনশনকারীর নাম ঘোষণা করা থেকেই বিভ্রান্তি তৈরি হয়। প্রশ্ন ওঠে, আরজি কর হাসপাতালকে ঘিরে যে আন্দোলন তৈরি হয়েছে, আমরণ অনশন শুরু হয়েছে, সেখানে সেই হাসপাতালের কেউ কেন অংশগ্রহণ করছেন না? এই প্রেক্ষিতে আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিরোধের জল্পনাও উঠে এসেছিল। যদিও তাঁরা দাবি করেছিলেন, আরজি করের এই মুহূর্তের পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং এই সিদ্ধান্ত হয়েছে ঐক্যবদ্ধ ভাবেই।

ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলের সামনে ত্রিপল টাঙিয়ে অস্থায়ী ভাবে মঞ্চ তৈরি করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। আমরণ অনশনে বসেছেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অনুষ্টুপ মুখোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা হাজরা, তনয়া পাঁজা, এসএসকেএমের অর্ণব মুখোপাধ্যায়, কেপিসি মেডিক্যাল কলেজের সায়ন্তনী ঘোষ হাজরা এবং এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের পুলস্ত্য আচার্য। গত ৯ অগস্ট যে হাসপাতালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই হাসপাতালের কেউ না থাকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

জুনিয়র চিকিৎসকরা অবশ্য অনৈক্যের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, কারা অনশনে বসবেন, আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, সর্বসম্মত ভাবেই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্যান জিবিতে সকলে মিলে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরজি করের জুনিয়র চিকিৎসক তথা আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতো বলেন, 'সকলে মিলেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম অংশ থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে লড়াই। শনিবার তা নিয়ে আমাদের কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক চলছিল। আমরা আরজি করের আন্দোলনকারীরা সেখানেই ছিলাম। আমাদের হাসপাতালে থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। সেই কারণে ধর্মতলায় থাকতে পারিনি। আসলে এই আন্দোলনের অনেকগুলি দিক রয়েছে। আমরা আন্দোলনের মধ্যেই আছি।'

আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন, তাতে শুরু থেকেই নানা মুনির মত দিয়েছেন। এই নানা মতের সহাবস্থানের কথা অস্বীকার করেন না জুনিয়র চিকিৎসকরাও। যে কোনও আন্দোলনেই এটি স্বাভাবিক ঘটনা। আর এই আন্দোলন যেহেতু নির্দিষ্ট এক বা একাধিক দলের পরিচালনায় নেই, যে হেতু আন্দোলনের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই হচ্ছে সব জুনিয়র ডাক্তারের সাধারণ সভা (জিবি)-র মধ্যে দিয়ে, তাই

মতামতের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এই কারণেই এক একটি প্যান জিবি চলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। কর্মবিরতি থেকে শুরু করে আমরণ অনশন; সব ক্ষেত্রেই পক্ষে-বিপক্ষে মতামত থেকেছে এবং রয়েছে।

কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত প্রথমে নিয়েছিলেন আরজি করের জুনিয়র চিকিৎসকরাই। পরে জুনিয়র ডক্টর স' ফ্রন্টের সদস্য হিসাবে কর্মবিরতিতে যোগ দেন অন্যান্য সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরাও। কিন্তু সূত্রের খবর, আন্দোলন কোন পথে এগোবে, তা নিয়ে প্রথম থেকেই একাধিক মত ছিল। ছিল বিভাজনও। মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক বার কাজে ফেরার অনুরোধ এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও কর্মবিরতি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সেই বিরোধ' আরও প্রকট হয়। সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের পর ৪২ দিনের মাথায় কর্মবিরতি আংশিক তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হল, তখনও তার সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকদের অনেকেই একমত হতে পারেননি। সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে অশান্তি এবং জুনিয়র চিকিৎসকদের ওপর হামলার ঘটনার পর পুনরায় কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনেকে তাতেও আপত্তি জানিয়েছিলেন। তবে প্রতি ক্ষেত্রেই জেনারেল বডির বৈঠকে অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। অনেকেই একথা মেনে নিচ্ছেন, এই ধরনের আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেখানে সকলের মতামত গুরুত্ব পাচ্ছে, সেখানে বিরোধ এবং বিভাজন স্বাভাবিক। নানা মত পর্যালোচনা করে মন্থনের মাধ্যমেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উঠে আসে। একে জুনিয়র ডাক্তারদের অনৈক্য বলে দেগে দেওয়া ভুল হবে। আরজি করের অনিকেত বলেন, 'যা হচ্ছে, তাতে আমাদের সকলের সমর্থন রয়েছে। আমরা হয়তো এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারিনি। তবে কে বলতে পারে, পরবর্তী সময়ে হয়তো আবার বৈঠকে নতুন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে! তখন হয়তো আমাদের অন্য কোনও ভূমিকায় দেখা যেতে পারে। আমাদের মধ্যে কোনও বিভাজন নেই। সকলের সম্মতি ক্রমেই এই সিদ্ধান্ত।' কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসক আর এক অনিকেতের মতে, 'আগেও আমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা জিবির মাধ্যমে সকলের সঙ্গে কথা বলেই নিয়ে থাকি। অনশনের সিদ্ধান্তও সম্মিলিত ভাবে জিবি থেকেই উঠে এসেছে। অনশনে যাঁরা রাজি হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে ছ'জনকে আপাতত বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তালিকা আরও দীর্ঘ হতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'আরজি কর সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের আন্দোলনের সূত্রপাত সেখান থেকেই। কিন্তু এক্ষেত্রে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আরজি করে এখন অনেক কর্মসূচি চলছে। তাই সেখানকার সহকর্মীরা অন্য অনেক কাজে ব্যস্ত। সিবিআই এবং কলেজের তদন্তকারী কমিটির সঙ্গে ওঁদের যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে। থ্রেট কালচার নিয়েও আন্দোলন চলছে। তাই আপাতত অনশনে আরজি করের কাউকে রাখা হয়নি। সবার সম্মতিতেই এই সিদ্ধান্ত।'

আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে জিবিতে আপত্তি তোলেন অনেকেই। তাঁদের যুক্তি ছিল, এই আন্দোলন যেটুকু জয় পেয়েছে তার ওপর দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে বা অন্য নানা ভাবে সরকারের ওপর চাপ তৈরির মাধ্যমে এগোনটাই এই মুহূর্তে সঙ্গত। নইলে তা ঝুঁকির হয়ে উঠবে। উলটো মতের যুক্তি ছিল, সরকার মৌখিক ভাবে যা বলছে তার ওপর ভরসা রাখার কোনও মানে নেই। ন্যূনতম দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত যদি চাপ রাখতেই হয়, তবে কর্মবিরতি তোলার পর আমরণ অনশনের মতো পথেই হতে পারে। জুনিয়র চিকিৎসকদের সূত্রে খবর, প্যান জিবি বৈঠকে অনশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর যাঁরা এই অনশনে অংশ নিতে ইচ্ছুক, তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। তার পর তাঁদের মধ্যে থেকে সর্বসম্মতি ক্রমে ছ'জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনশন চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে এঁদের কারও কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে অন্যরাও কর্মসূচি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন।

আজ থেকে অনশনে সিনিয়র চিকিৎসকরাও

প্রথম পাতার পর

ভিতরে কী করে আমার মেয়ের সঙ্গে ওই কাণ্ড হয়েছিল? তথ্যপ্রমাণ লোপাটও কি দুর্ঘটনা?' তাঁদের প্রশ্ন, হাসপাতালের ভিতরে এ রকম হলে কোথায় রয়েছে সুরক্ষা? জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এবার সিনিয়ররাও নামছেন অনশনে। এই সময়ে প্রতিবাদী মুখ হিসেবে উঠে আসা সিনিয়র চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী জানান, সোমবার থেকে তাঁরাও অনশন শুরু করবেন। জুনিয়রদের এতদিনের আন্দোলনকে বৃথা হতে দেবেন না। প্রায় ৫৮ দিন পর কর্মবিরতি তুলে শনিবার থেকে কাজে ফিরেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তবে নিজেদের দাবি পূরণে সরকারের ওপর চাপ জারি রাখতে এবার আমরণ অনশন শুরু করেছেন। রিলে পদ্ধতিতে ৬-৭ জন জুনিয়র চিকিৎসক প্রতিদিন অনশন করছেন। শনিবার এই আন্দোলন শুরুর আগেই তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, অনশন করতে গিয়ে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার দায় নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। শনিবার আরজি কর বাদ দিয়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের ৬ প্রতিনিধি অনশন করেছেন। আর তাঁদের এই অনশনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন সিনিয়র চিকিৎসকরাও।

শনিবার জয়নগরের কুলতলিতে ৯ বছরের নাবালিকার ধর্ষণ-খুনের ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতে আরজি করের ক্ষত যেন আরও উসকে দিয়েছে। সিনিয়র চিকিৎসকদের ১২ জনের একটি দল রবিবার ঘটনাস্থল মহিষমারি গ্রামে যাচ্ছে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু সিনিয়র চিকিৎসকদের এই 'হঠকারী' সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে জুনিয়র চিকিৎসকদের এতদিনের কর্মবিরতিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছে। দিনের পর দিন রোগীরা পরিষেবা পাননি। এখন তাঁরা কাজে ফিরলেও, আন্দোলনের রেশ থাকছেই। নতুন করে অনশন এবং তাতে সিনিয়রদেরও যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে ফের সেই অনিশ্চয়তা তৈরি হল। তবে তাতেও সিনিয়র চিকিৎসকরা তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে সরতে নারাজ।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে বাংলা পড়ানোর উদ্যোগ রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধ্রুপদী ভাষার তকমা মেলার পরই রাজ্যের বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলিতে বাংলা ভাষা পড়ানো বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার পুনরায় উদ্যোগী হচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি যাতে তাদের সিলেবাসে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত করে সেজন্য দুই কেন্দ্রীয় বোর্ড আইসিএসই ও সিবিএসই-র কাছে রাজ্য সরকারের তরফে অনুরোধ জানানো হবে। এজন্য খুব শীঘ্রই দুই বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে।

দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের সিবিএসই ও আইসিএসই-স্কুলগুলিতে বাংলা পড়ানো হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। দিন কে দিন সেই অভিযোগ বেড়ে চলেছে। ২০১৭ সালের মে মাসে সরকার ঘোষণা করেছিল, বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক হবে। তবে নানা বিতর্কের ফলে সেই ঘোষণা কার্যকর করা যায়নি। কেননা রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল 'বাধ্যতামূলক' ভাবে ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে না। তবে এখন পরিস্থিতি বদলেছে। আর তাই ধ্রুপদী বাংলা ভাষাকে এবার যাতে রাজ্যের সিবিএসই ও আইসিএসই স্কুলগুলিতে পড়ানো হয় তার জন্য উদ্যোগী হবে রাজ্য সরকার। শিক্ষা মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'আমরা মনে করি সব কিছুই আলোচনার মাধ্যমে করা সম্ভব। তাই বেসরকারি স্কুলগুলি যে সব বোর্ডের অধীনে অর্থাৎ সিবিএসই ও আইসিএসই-তাদের সঙ্গে আমরা দ্রুত আলোচনা শুরু করছি যাতে বাংলা পড়ানোর বিষয়টা বোর্ডের তরফ থেকেই সাজেস্ট করা হয়।' ব্রাত্য এই বিষয়টিকে অভিভাবকদেরও ভেবে দেখার অনুরোধ করেছেন।

তামিলনাড়ু, কর্নাটকের পাশাপাশি উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতেও যেভাবে মাতৃভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা নিয়ে নেটিজেনদের একাংশ সরব। এই পরিস্থিতিতে সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ডের স্কুলগুলিতে বাংলা পড়ানো নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকেই। তবে অনেকে এটাও বলছেন যে, শুধুমাত্র সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ডের স্কুলগুলিতে বাংলা পড়ানোর ওপর জোর দিয়ে বিশেষ কোনও লাভ হবে না। বরং সরকারের উচিত বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির জন্য আরও পরিকাঠামো উন্নয়ন করা, স্কুল শিক্ষক নিয়োগ করা। সেই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি কাজে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা দরকার। তা হলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বাংলা পড়ার ইচ্ছে বাড়বে।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মুখে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের পারিশ্রমিক বাড়াল রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি তাদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের অর্থ দফতর। সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের এতদিন মাসিক ১৪ হাজার ৩৮০ টাকা করে বেতন পাচ্ছিলেন। এবার তা হচ্ছে ১৬ হাজার টাকা। ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর থেকেই এই বর্ধিত হারে বেতন পাবেন রাজ্যে কর্মরত বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের ডেটা এন্ট্রি অপারেটররা। পাশাপাশি ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে তাঁদের বার্ষিক ৩ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। এরফলে উপকৃত হবেন বহু কর্মচারী। কিছুদিন আগেই কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত চুক্তিভিত্তিক সরকারি কর্মীদের পারিশ্রমিক বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। এতদিন এই দুই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত চুক্তিভিত্তিক সরকারি কর্মীদের পারিশ্রমিক ছিল ১৫ হাজার টাকা। তা একলাফে বেড়ে হয়েছে ২১ হাজার টাকা। কন্যাশ্রী প্রকল্পের ডেটা ম্যানেজার এবং রূপশ্রীর ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের পারিশ্রমিকও ১১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬ হাজার টাকা করা হয়েছে।

ফের ভোলবদল আবহাওয়ার, পুজোয় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেবীপক্ষ পড়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে পুজো পুজো ভাব তো দূরোস্থ, সারাক্ষণই ধূসর মেঘে ঢেকেছে আকাশ। যখন তখন বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যেই উষ্মা আরও বাড়ল। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গা-ঘেঁষে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। যার জেরে পুজোর আগে ফের উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই আশঙ্কা থেকে জারি করা হয়েছে হলুদ ও কমলা সতর্কতাও। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে ভয় বাড়াচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত।

ফলে পুজোর আগে ফের আবহাওয়ার ভোলবদল ঘটবে বলা যেতেই পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া এই নিম্নচাপ উত্তর বাংলাদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত। এই কারণে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতে হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আলিপুর আবহওয়া দফতরের জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে পরবর্তী কয়েকদিন কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-সহ দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে প্রধানত বিক্ষিপ্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর বুধবার থেকে রবিবার দক্ষিণবঙ্গের দু এক জায়গায় মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে। উত্তর এবং দক্ষিণ দু'জায়গা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে স্বস্তির খবর এটাই যে ঘূর্ণাবর্ত শক্তিশালী কিছু নয়। সেটা পরবর্তীতে দুর্বল হবে এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে দূরে সরে যাবে। ফলে পুজোর কয়েকদিন আংশিক মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **TANTRESH SHAILESH NANDAN @ NANDAN TANTRESH SHAILESH**, residing at C-603 Shiv Pooja Tower Shanti Park, Thane, Maharashtra-401107, present residing at IIT Campus Kharagpur, P.O : IIT Technology, P.S : Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, shall henceforth be known as **TANTRESH NANDAN** as declared Before the Notary Public at Kharagpur vide Affidavit No. 8850, Dated 05/10/2024. **TANTRESH SHAILESH NANDAN, NANDAN TANTRESH SHAILESH** and **TANTRESH NANDAN** are same and identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই অক্টোবর। ২০শে আশ্বিন। সোম বার । পঞ্চমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লা চতুর্থী বিহীত পুজো। ষট্ পঞ্চমী ব্রত)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

প্রকাশিত হল শরৎ শঙ্করী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কবি শর্মিলা পাল তাঁর বাবা-মায়ের নামে নামাঙ্কিত 'শরৎ শঙ্করী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটিই শারদীয়া সংখ্যা হিসেবে সাজিয়েছেন। সেই পত্রিকা সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার হাবরার বানিপুর বেসিক আর্ট সোসাইটিতে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল।

এই সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন আরণ্যক বসু, কৌশিক গাঙ্গুলি, মানস দাস, কৌশিক পাল, পাঁচুগোপাল হাজরা, অমৃতলাল বিশ্বাস, সুদিন গোলদার, টুলু বসু সেন, পার্থসারথি চক্রবর্তী, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাস, প্রতীক চট্টোপাধ্যায়, মিঠুন মিত্র, কেয়া দেবনাথ, মহম্মদ বাকিবিল্লাহ মণ্ডল, সরবত আলী মণ্ডল, ইন্দিরা মণ্ডল, কল্যাণী সরকার, সুনন্দা বোস, ভারতী রায়, মফিজুর রহমান-সহ আর। ও অনেকে। গল্প লিখেছেন গৌরাঙ্গ দাস। প্রবন্ধ কৃষ্ণকলি বেরা। দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদের এই পত্রিকাটির প্রকাশের মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ দাস, অনিতা দাস, রাজু সরকার, তাপস তরফদার, ইলাশ্রী দেবনাথ।

৬৫ জন শিশুকে উদ্ধার পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ননহে ফরিস্তে' অভিযানে কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিয়ে ৬৫ জন শিশুকে উদ্ধার করল পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের আরপিএফ কর্মীরা। গত সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে অভিযানের মাধ্যমে হাওড়া বিভাগের বিভিন্ন স্টেশন থেকে মোট ৬৫ জন নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। উদ্ধার হওয়া ৬৫ জনের মধ্যে ৩৩ জন শিশুকে হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়। বাকিদের হাওড়া বিভাগের ব্যান্ডেল, বর্ধমান, বোলপুর, রামপুরহাট-সহ একাধিক স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়।*

উদ্ধার হওয়া শিশুদের সুরক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা চাইল্ড হেল্পলাইনের হাতে অর্পণ করা হয়েছে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। 'ননহে ফরিস্তে' অভিযানে রেল সুরক্ষা কর্মীদের সাফল্যকে কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় বলেই উল্লেখ করেছে পূর্ব রেল।

উত্তর কলকাতার বাগমারি যুব সংঘের দুর্গোৎসব।

শেষ রবিবার নিউ মার্কেটে পুজোর মার্কেটিংয়ের উপচে পড়া ভিড়।

দক্ষিণ কলকাতার নাকতলা উদয়ন সংঘের দুর্গা প্রতিমা।

আন্দোলনের পথে হাওড়ার একাধিক জলসাথী কর্মীরা

পুজোর মুখে বন্ধ ফেরি পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর মুখে নিজেদের আর্থিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামলেন হাওড়ার এতাধিক ফেরি পরিষেবার কর্মীরা। যার জেরে কোনও রকম প্রাথমিক নোটিশ ছাড়াই বন্ধ হয়ে গেল ফেরি পরিষেবা। কর্মীরা নিজেদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে সামনে রেখে বন্ধ করে দিল বেলুড় মঠ লঞ্চঘাট ফেরি সার্ভিস। তাঁদের দাবি, দাবি পূরণ না মানা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে পরিষেবা। আচমকাই ফেরি পরিষেবা বন্ধ হওয়াতে বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রী সহ সাধারণ মানুষ। কর্মীদের অভিযোগ, ফারাক্কা থেকে শুরু করে হাওড়া-সহ সাগর পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ২২৩ টা জেটি বন্ধ রয়েছে। তারা অস্থায়ী চুক্তি ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের সাত আট বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও স্থায়ী কর্মী করা হয়নি। তাই রাজ্য জুড়েই বেশ কয়েক হাজার শ্রমিক কর্ম বিরতি পালন করছেন। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে কর্তৃপক্ষ কোনওরকম বেতন বৃদ্ধি করেনি। শুধু তাই নয় সংস্থার স্থায়ী কর্মীদের পুজোর সময় বোনাস পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এই সকল দাবিকে সামনে রেখে কর্মবিরতিতে যোগ দিয়েছেন ফেরি সার্ভিসের কর্মীরা। সূত্রের খবর, হাওড়ার মোট ৬৫০ জন কর্মী আছে এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। যার মধ্যে ৩৬ জন স্থায়ী কর্মী রয়েছেন। কর্মীদের আরও অভিযোগ ঈদের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের কর্মীদের বোনাস দেওয়া হলেও একই পদে থাকা অস্থায়ী কর্মীদের দুর্গাপুজোতে বোনাস দেয়নি কর্তৃপক্ষ।

বেলুড় লঞ্চ ঘাটের অস্থায়ী জল-সাথী কর্মী রিয়া হালদার বলেন, 'আমরা গতকাল বিবাদী বাগে পরিবহন দফতরে গিয়ে আমাদের সমস্যা ও দাবি জানিয়েছি। যদিও কর্তৃপক্ষ কিছুই শুনতে নারাজ। তারা পুজোর পর কথা বলবেন বলে বলেছেন। আমরা তাই আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ করেছি। আমাদের দাবিগুলো মেনে নেওয়া হলে আমরা আবার পরিষেবা চালু করব।'

সূত্রের খবর রবিবার এই পরিষেবা বন্ধ হওয়ার কারণে বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়-কুঠিঘাট সহ একাধিক রুটে ফেরি পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে। সামনে দুর্গাপূজা, বেলুড় মঠে পুজার দিনে অগুনিত মানুষের সমাগম হয়। এরমধ্যে ফেরি পরিষেবা বন্ধ হয়ে থাকলে সাধারণ মানুষ সমস্যাতে পড়বেন বলেই আশঙ্কা করছেন কর্তৃপক্ষ। যদিও পরিবহণ দফতর থেকে এখনও এই ঘটনায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি জলসাথী কর্মীদের পরিষেবা বন্ধের জেরে ইতিমধ্যেই সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ অক্টোবর ২০২৪ ২০ আশ্বিন ১৪৩১ সোমবার

অপরাধ জগতের ‘প্যান্ডোরার বাক্স’ খুলে গেল তদন্ত কমিটির রিপোর্টে

ইস্যু আরজি কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে চিকিৎসক তরুণী হত্যার ঘটনা যেন আরজি করে দীর্ঘদিন ধরে ঘটে যাওয়া অপরাধের ‘প্যান্ডোরা বক্স’ খুলে দিল। এই ঘটনায় সর্বপ্রথম সামনে আসে থ্রেট কালচারের অভিযোগ। এরপরই অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন হয়। আর এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সামনে আসছে আরও সব বিস্ফোরক তথ্য। আরজি করে ‘ড্রাগ সরবরাহ চক্র’ সক্রিয় বলে জানিয়েছে এই তদন্ত কমিটি। উঠে আসছে সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ জুনিয়র চিকিৎসকদের নাম। শুধু তাই নয়, এর আগেও একাধিক চিকিৎসক ছাত্রী যৌন নির্যাতনের শিকার বলে রিপোর্টে জানিয়েছে তদন্ত কমিটি। এই তথ্যের ভিত্তিতে ড্রাগের কারবার, যৌন নির্যাতনের মাথাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। সুপারিশে সিলমোহর দিয়েছে কলেজ কাউন্সিল।

অভয়া-কাণ্ডের পর আরজি করে থ্রেট কালচার নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তিন দফার শুনানি শেষে কলেজ কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে শনিবার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হয়। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সন্দীপ ঘোষের আমলে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চলত ড্রাগের কারবার। জুনিয়রদের ড্রাগ ও মদ কিনতে বাধ্য করা হত।

এছাড়া একাধিক চিকিৎসক ছাত্রীর সঙ্গে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। আর এই গুরুতর অভিযোগে সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠরা জড়িত বলে সাক্ষী দিয়েছেন অন্তত ৮০ জন চিকিৎসক পড়ুয়া। ঘটনাচক্রে, সেই অভিযুক্তদের তালিকায় থাকা আশিস পাণ্ডেও ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিবিআইয়ের হাতে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে দিয়েছে আরজি করের তদন্ত কমিটি।

আরজি কর সূত্রে খবর, ড্রাগের কারবারে জড়িত আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘনিষ্ঠ ছয় জুনিয়র চিকিৎসক। আবার যৌন নির্যাতনে জড়িত সন্দীপ ঘনিষ্ঠ দুই চিকিৎসক। অভয়ার নৃশংস পরিণতির পিছনে এই সব ঘটনা রয়েছে কি না তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

ধর্ষকদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে মমতার সরকার: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘বাংলায় ধর্ষনের সরকার চলছে। আর এই সরকার ধর্ষকদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ধর্ষকদের বাঁচাতে এই সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী দাঁড় করাচ্ছে।’ রবিবার সন্ধেয় জগদ্দলের আতপুর বাজারে দুর্গাপুজো উপলক্ষে শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনই অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মায়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা, বাংলার মায়েদের শক্তি দাও। যাতে বাংলার মায়েরা অসুর শক্তি বিনাশ করতে পারে। তাঁর কথায়, ‘সমাজের অসুর শক্তি বাংলাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর অসুর শক্তিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মা-বোনদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, বারবার ভুল করবেন না। লক্ষ্মীর ভান্ডারের নামে হাজার টাকা পাচ্ছেন। অথচ ধর্ষিতা হচ্ছেন বাংলার মা-বোনেরা। আর তৃণমূল সরকার ধর্ষকদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে।’ এদিন শাড়ি বিতরণ উৎসবে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা তথা সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, শ্যামল তলাপাত্র, যুব নেতা বিপ্লব ঘোষ ও অভিজিৎ দাস, শিক্ষক নেতা সুপ্রিয় বিশ্বাস প্রমুখ। আতপুর বাজার ছাড়াও নৈহাটির রামচন্দ্রপুর হাট ও গোলঘরে পুজো উপলক্ষ্যে মহিলাদের শাড়ি উপহার দেওয়া হয়েছে।

পুজোতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাস্তায় ১০ হাজার অতিরিক্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর দিনগুলোতে শহরে নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না কলকাতা পুলিশ। চলতি বছরের পুজোয় উৎসব ও প্রতিবাদ দুই একসঙ্গে চলছে। যা বাড়তি মাথাব্যাথা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে লালবাজারের। এদিকে মহালয়া থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্যান্ডেল হপিং। সন্ধ্যা হলেই ভিড় বাড়ছে মণ্ডপে। পাশাপাশি এ বছরের পুজোয় আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল ও প্রতিবাদের সম্ভাবনাও ক্রমেই বাড়ছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও ঘটনা। এদিকে আবার রাজপথে বাড়ছে মানুষের ঢল। এবার সেই পরিস্থিতি সামলাতে ও শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে পথে নামছে পুলিশকর্তা থেকে নিচুতলার আধিকারিকরা। পরিস্থিতি সামলাতে পুজোয় অতিরিক্ত বাহিনীর সঙ্গে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ২০০টি পুলিশ পিকেটের ব্যবস্থা করছে লালবাজার।

আরজি কর কাণ্ডের জেরে শহরজুড়ে প্রতিবাদের আবহে পুজোয় শান্তি-শৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না-হয়, তা নিশ্চিত করতে তৎপর নগরপাল মনোজ ভার্মা। লালবাজার সূত্রের খবর, গত বছর পুজোর ভিড় সামলাতে প্রায় আট হাজার অতিরিক্ত পুলিশকর্মী নেমেছিলেন শহরে। সেই সংখ্যা এক ধাক্কায় আরও অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। লালবাজার সূত্রে খবর, এবছর প্রায় ১০ হাজার অতিরিক্ত পুলিশকর্মী নামবেন। এছাড়া, ট্র্যাফিক পুলিশের অতিরিক্ত চার হাজার কর্মী এবং সাড়ে পাঁচ হাজার হোমগার্ড রাস্তায় থাকবেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে থাকতে পারে ড্রোন। পাশাপাশি প্রতিটি পুজো মণ্ডপের বাইরে এবং ভিতরে থাকছেন কনস্টেবল পদমর্যাদার পুলিশকর্মীরা । এছাড়াও পুজো মণ্ডপের উপরে ওড়ানো হতে পারে ড্রোন।

শহরে এবছর প্রায় ২০০টি পুলিশ পিকেট থাকছে। প্রতিটি পিকেটে দু-চার জন পুলিশকর্মী থাকবেন। প্রয়োজনে এই পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাও হতে পারে। বড় বড় জায়গাগুলিতে ওয়াচ টাওয়ার বানিয়ে নজরদারি চালাবে পুলিশ। নগরপাল মনোজ ভার্মার জানিয়েছেন, যে কোনও রকমের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে বাহিনী প্রস্তুত। এবার রাস্তা থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয়, তা দেখতে সব রকম প্রস্তুতি রয়েছে। অতিরিক্ত বাহিনী নামানোর পাশাপাশি প্রতিটি ডিভিশনে পর্যাপ্ত বাহিনী থাকছে।

কাঁটাপুকুরে বিক্ষোভ, মামলা রুজু অগ্নিমিত্রা-দীপ্সিতা-মীনাক্ষীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় দেহ সংরক্ষণের দাবিতে কাঁটাপুকুর মর্গে শনিবার সন্ধ্যায় বিক্ষোভ দেখান বাম-বিজেপির নেতা কর্মী ও সমর্থকেরা। এই ঘটনায় সাউথ পোর্ট থানায় দুটো মামলা রুজু করল কলকাতা পুলিশ। একটি এফআইআর করা হয়েছে আইসি বারুইপুরের অভিযোগের ভিত্তিতে। আর একটি সাউথ পোর্ট থানা স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু হয়েছে পুলিশের কাজে বাধা দান, পুলিশকে হেনস্থার অভিযোগে। অগ্নিমিত্রা পাল, প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল, দীপ্সিতা ধর, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সাউথ পোর্ট থানায় এই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয়েছে। বারুইপুর আইসির অভিযোগে অজ্ঞাত পরিচয়ের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চতুর্থ শ্রেণির ওই পড়ুয়া টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর ঘটনাটি থানায় জানানো হয়েছিল। অভিযোগ, পুলিশ সেভাবে আমল দেয়নি। তারপর পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার হয় নাবালিকার। ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে তপ্ত হয়ে ওঠে জয়নগর। ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে একজনকে গ্রেফতারও করা হয়। দেহ সংরক্ষণের দাবিতে কাঁটাপুকুর মর্গের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বাম-বিজেপি। হাসপাতাল চত্বরে বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা ঘোষরা। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

উত্তর কলকাতা সংহতি স্পোর্টিং ক্লাব এবছর ২৪তম বছরে পদার্পণ করল। এবারের ভাবনা নগর কীর্তন। উদ্বোধন করলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সুপ্তি পাণ্ডে, ক্লাবের সভাপতি দীনেশ তিওয়ারি, সেক্রেটারি অভিজিৎ পাত্র এবং রাজকুমার সিং।

ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে বায়ো টয়লেটে ‘না’ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে অবস্থানরত জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে সহযোগিতা না করার অভিযোগ আগেই উঠেছিল পুলিশের বিরুদ্ধে। কখনও ডেকরেটর্সের কর্মীদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে, তো কখনও বা আটকানো হয়েছে বাঁশবাহী লরিকে। এবার সেই তালিকায় যোগ হল চিকিৎসকদের বায়ো-টয়লেট বসানোর আবেদনও। ধর্মতলায় অবস্থান মঞ্চের পাশে বায়ো-টয়লেট বসানোয় সাড়া দিল না কলকাতা পুলিশ। ফলে বাধ্য হয়েই বায়ো টয়লেন বানালেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এদিকে সূত্রের খবর, অনশনের জেরে ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছেন ছয় অনশনকারী। মঞ্চ থেকে দূরে পূর্ত দফতরের শৌচাগার ব্যবহার করার মতো শারীরিক ক্ষমতা কমছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে মঞ্চের পাশেই অনশনরত চিকিৎসকদের জন্য অস্থায়ী টয়লেট করার কাজে হাত লাগালেন অন্যান্য বিক্ষোভকারীরাই। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, কলকাতা পুলিশের মোবাইল টয়লেটগুলিও ব্যবহারের অনুমতি মেলেনি। জুনিয়র চিকিৎসকরা এই প্রসঙ্গে জানান, ‘বায়ো টয়লেট ঢুকতে দিচ্ছে না।

টয়লেট নিয়ে ঝামেলা করছে। ওঁদের বক্তব্য, বড় কর্তা না এলে বায়ো টয়লেট ঢুকতে দেওয়া যাবে না। আর বড় কর্তার জন্য যদি অপেক্ষা করতে হয় তাহলে পৃথিবীতে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পুলিশ প্রশাসন অচল হয়ে যাবে।’ আর এক জুনিয়র ডাক্তার বলেন, ‘বায়ো টয়লেট নিয়ে সকাল থেকেই ঝামেলা চলেছে। আমরা পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করেছি।’

পার্কস্ট্রিট থানায় সিভিককে ‘শ্লীলতাহানি’, সাসপেন্ড এসআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার খোদ শহর কলকাতায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ। সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটে শনিবার ৫ অক্টোবর। পার্কস্ট্রিট থানায় এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলেই জানা গিয়েছে। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে ওই থানারই এক কর্তব্যরত সাব ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে।

সঙ্গে এও খবর মিলেছে, সিভিক ভলেন্টিয়ার মহিলা ৬ বছর ধরে পার্ক স্ট্রিট থানায় কাজ করতেন। ২০১৭ সালে, পার্কস্ট্রিট থানায় কাজ পান তিনি। তবে শনিবার রাত ১টা ১০ নাগাদ থানার চার তলার রেস্ট রুমে পুজোর পোশাক দেওয়ার জন্য ওই এসআই ডেকে পাঠান অভিযোগকারিনীকে। অভিযোগ, পোশাক দেওয়ার পরই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। এরপর নির্যাতিতা দ্রুত নিচে নেমে এসে ঘটনা জানান ডিউটিতে থাকা অন্যান্য অফিসারের কাছে। কিন্তু সেই সময় তাঁর অভিযোগ নেওয়া হয়নি। এমন কী বিষয়টি নাকি মিটিয়ে নিতেও বলা হয়। এরপর ওই সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁর মামাকে ফোন করেন। তাঁর ফোন বন্ধ থাকায় থানায় তিনি মামার আর এক আত্মীয়কে পুরো ঘটনা জানান। পরে নির্যাতিতা স্পিড পোস্টে সিপি, জয়েন্ট সিপি ক্রাইম, ডিসি সাউথের কাছে অভিযোগ পত্র দেন।

এদিকে পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি নির্যাতিতার মামাকে জানায়, এসআইকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। উল্টোদিকে নির্যাতিতার মামার তরফ থেকেও জানানো হয়েছে, এর ফলে সমস্যা আপাতত সমাধান হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পার্ক স্ট্রিট থানায় ওই এসএই এর বিরুদ্ধে বিএনএস-৭৪ অর্থাৎ শ্লীলতাহানির ধারাতে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আত্মরক্ষার্থে সবাইকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে: কৌস্তভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর জি কর কাণ্ডের পর কুলতলি ও পটাশপুরে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটেছে। নৈহাটিতে নিরীহ এক টোটো চালককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। রাজ্যে বেড়ে চলা খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে রবিবার সন্ধেয় টিটাগড়ে মিছিল করে বিজেপি। এদিন টিটাগড় ব্রহ্মস্থান থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিটি রোড ধরে টিটাগড় ত্রিশূল বাজারের মুখে মিছিল শেষ করে। মিছিল শেষে তারা ব্যস্ততম বিটি রোড অবরোধ করে ১৫মিনিট বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। উক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী বলেন, ‘রাজ্য জুড়ে একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। পুলিশ প্রশাসন ধর্ষক ও খুনিদের হয়ে কাজ করছে। মানুষকে এবার নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে হবে। মা দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে সবাইকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। বাংলাকে বাঁচাতে এবং নিজেদের আত্মরক্ষায় হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে।’ কৌস্তভের কথায়, উৎসবের মরসুমে তাঁরা মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলতে চান না। কিন্তু প্রতীকী অবরোধের মাধ্যমে তাঁরা প্রশাসনকে জানান দিতে চান, তাদের অত্যাচার যত বাড়বে। আন্দোলন ততই বাড়বে। এদিন কৌস্তভ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘কুলতলি, পটাশপুর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আজকে মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত। তাদের সম্ভ্রম মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছে এই সরকার। সমস্ত ক্ষেত্রে পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায়।’ কৌস্তভের সংযোজন, মা দুর্গা যেভাবে অশুর নিধন করেছেন। এবার মা বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে প্রয়োজনে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে।

১০৫তম কামারডাঙা দুর্গোৎসবের সূচনা ফিরহাদ হাকিমের হাত ধরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেয়রের হাত দিয়েই উদ্বোধন হয়ে গেল ঐতিহ্যশালী কামারডাঙা সাধারণ দুর্গোৎসবের। এবছর ১০৫ বছরে পা দিল এই পুজো। মাতৃ আরাধনার চিরন্তন ধারা বহমান কামারডাঙা সাধারণ দুর্গোৎসবের। এবার প্রাণ ফিরিয়েছেন মেয়র পারিষদের সদস্য স্বপন সমাদ্দার। শতবর্ষ পার করে ১০৫ বছরে পা দেওয়া এই পুজোর এবার উদ্বোধন করলেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কামারডাঙায় এবারের এই পুজোর থিম ও ভাবনা মধু মহল। ফিরহাদ হাকিম দেখলেন, বাগবাজারের পর কীভাবে ঐতিহ্য ধরে রেখেছে অন্যতম প্রাচীন এই পুজো। তিনি স্বপন সমাদ্দারের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। মেয়র পারিষদের সদস্য স্বপন সমাদ্দার এই পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট। একটা সময় বিসর্জন নয়, দেবীর আগমনেই ঘটত বিশাল শোভাযাত্রা। সেই ট্র্যাডিশন ফিরিয়ে এনেই ঠাকুর পৌঁছেছে এবার দুর্গোৎসব প্রাঙ্গণে। যার মূল উদ্যোক্তাই ছিলেন ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। তৎকালীন পরাধীন ভারতের পূর্ব কলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলের পটারি রোডের দুর্গা মাঠে জনাকয়েক হাতেগোনা পল্লীবাসীকে নিয়ে শুরু হয়েছিল দেবী দুর্গার আরাধনা। সময়ের নিয়মে হাল ধরার লোক না থাকায় এই পুজোর ঐতিহ্যই একসময় ফিকে হতে থাকে। স্বপন সমাদ্দার যেন পুজোয় রঙ ফিরিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন সংস্কৃতির। যেন তার ছোঁয়াতেই নবজাগরণ হয়েছে এই দুর্গা পুজোর। এদিন স্বপন সমাদ্দার জানান, মায়ের কাছে একটাই প্রার্থনা অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটুক, শুভ শক্তির উদয় হোক। চারিদিকের অশান্ত পরিবেশ শান্ত হোক। সবাই সুস্থ ভাবে মায়ের আরাধনায় সামিল হোক। পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা মুকেশ সাউ জানান, মা সকলের ভালো করুক। সকলকে সুস্থ রাখুক। সকলের ভালো হোক। কলকাতার মেয়রের হাত দিয়েই উদ্বোধন হতেই কামারডাঙার বাসিন্দারা মেতে উঠলেন উৎসবের আনন্দে।

শ্যামনগর মাতৃ পল্লীর মুক্তি সংঘের পুজোর থিম চীনের বৌদ্ধ মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যামা মায়ের অন্যতম পীঠস্থান উত্তর শহরতলির শ্যামনগর। এখানে রয়েছে সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতি বিজড়িত ব্রহ্মময়ী কালিমন্দির ও বহু প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। এছাড়াও রয়েছে চৌরঙ্গী কালি মন্দির। বেশ কয়েক বছর ধরেই শহরতলির এই শ্যামনগরে থিম পুজোর চল শুরু হয়েছে। শ্যামনগর মাতৃ পল্লীর মুক্তি সংঘের পরিচালনায় দুর্গা পুজো এবারে অষ্টম বর্ষে পদার্পন করল। এবারে চীনের বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে এখানে মন্ডপ সাজানো হচ্ছে। ফোমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গোটা মন্ডপ জুড়ে। আর মন্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এখানে প্রতিমা গড়া হয়েছে। পুজো উদ্যোক্তাদের আক্ষেপ, প্রতি বছর থিমের পুজো করলেও, তারা পুজোর সরকারি অনুদান থেকে এখনও বঞ্চিত। পুজো কমিটির সদস্য শুভেন্দু ভট্টাচার্য জানান, এবারে চীনের একটি বৌদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে মন্ডপ গড়া হয়েছে। মন্ডপ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশ, কাঠ, কাপড়, ফোম-সহ নানান উপকরণ। মন্দিরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিমা গড়া হয়েছে। তিনি জানান, চতুর্থীর দিন অর্থাৎ সোমবার পুজোর উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনের দিন পাঁচ শতাধিক অসহায় মহিলাদের নতুন শাড়ি উপহার দেওয়া হবে। পুজো কমিটির আরেক সদস্য কৌশিক বাছার বলেন, দুর্গাপুজো ছাড়াও তাঁরা সেবামূলক কাজ করে থাকেন। রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, দুঃস্থ পড়ুয়াদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদানের মতো নানান সেবামূলক কাজ তাঁরা করে থাকেন। তাঁর আশা, চীনের বৌদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে গড়া মন্ডপের গায়ের নকশা এবং প্রতিমা এবার দর্শকদের নজর কাড়বে।

বাংলা থেকে ‘রেপ কালচার’ খমতের ডাক বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এবার বাংলা থেকে ‘রেপ কালচার’ খমতের ডাক দিলেন বামনেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, মহালয়ার ভোরে বাজি ফাটানোকে ঘিরে নৈহাটিতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল মারপিট হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন ৩২ বছরের অজয় প্রসাদ। শনিবার ভোরে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রেল কলোনির বসিন্দা নিহত যুবক পেশায় টোটো চালক ছিলেন। সেই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার নৈহাটিতে মিছিল করল বামেরা। সিপিএমের এরিয়া কমিটির ডাকে জান মহম্মদ ঘাট রোডের দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এদিন প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিল নৈহাটি থানার সামনে শেষ হয়। সেখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাঁরা থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। উক্ত মিছিলে যোগ দিয়ে বাম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আরজি কর কান্ড ছাড়াও কুলতলি, নিউটাউন, বর্ধমান-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এবার ‘রেপ কালচার’ বাংলায় খতম করতেই হবে।’ তাঁর অভিযোগ, নৈহাটিতে সাংসদের নিজের এলাকায় খুনের ঘটনা ঘটলো। একজন নিরীহ টোটো চালককে খুন হতে হল। এর আগে নৈহাটিতে বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীদের মিছিলে তৃণমূলের লোকজন হামলা চালায়। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদের জেরে নৈহাটিতে খুনের ঘটনা ঘটেছে। আর এই খুনের জন্য পরোক্ষভাবে সাংসদই দায়ী। গার্গীর কথায়, শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেই হবে। পুজোর একজন মায়ের কোল খালি হয়ে গেল। ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা তো সাংসদ ঘনিষ্ঠ। প্রসঙ্গত, থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর বাম নেতৃত্ব নৈহাটির রেল কলোনিতে মৃতের বাড়িতে যান। অসহায় পরিবারের পাশে থাকার তাঁরা আশ্বাস দেন।

সম্পাদকীয়

হকারদের জন্য সরকারের অবিলম্বে বিকল্প পথ অন্বেষণ করা উচিত

‘পুনর্বাসন যখন নির্বাসন’ প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র। হকার উচ্ছেদ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক নতুন নয়। ইতিপূর্বে বাম আমলে ‘অপারেশন সানশাইন’-এর কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা জানেন হকারদের পুরোপুরি উচ্ছেদ অসম্ভব। কিছু দিন তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মানবিকতার খাতিরে, বিশেষত এই প্রাক্-পুজো পর্বে তাঁদের হটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ অন্য দিকে মোড় নিতে পারে। সুতরাং, পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক হকার উচ্ছেদ আপাতত বন্ধ। হ্যাঁ, কিছু বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে। পথ-পসরা সাজিয়ে বসার পরিবর্তে রঙিন ছাতার নীচে অনেকেই বসছেন। কোথাও দোকানগুলো ক্ষীণকায় হয়েছে। মোদ্দা কথা, হকাররা নিজের জায়গাতেই রয়েছেন। আসল ভুক্তভোগী তো পথচারী নাগরিক। পথ আটকে, পসরা সাজিয়ে হকাররাজের দৌরাত্ম্য নতুন নয়। চৈত্র সেল বা প্রাক্-পুজোর মরসুমে সেটি বিভীষিকার রূপ নেয়। এক গল্পে শুনেছিলাম; অভিজাত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, গৃহবধূদের অলস দ্বিপ্রহরে, বান্ধবীদের জুটিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে গড়িয়াহাট, হাতিবাগানে পথ বিপণিগুলো চষে বেড়ানো এক আদি-অকৃত্রিম নাগরিক বিলাস। সেলের বাজারে নাকি অনেকেই সম্বৎসরের দেওয়া-থোয়ার রসদ এই ফুটপাত থেকেই সংগ্রহ করেন। আসি-আসি শীতের দুপুরে সে ভারী আমোদ-যাপন তাঁদের! হকার ভাইরা সাগ্রহে তাঁদের পসরা নেড়েচেড়ে দেখতে দেন। তাঁদের অন্তরে দিব্যি ফুরফুরে এক মেজাজ কাজ করে। কারণ, ব্র্যান্ডেড বিপণিতে ওই জিনিসগুলিই দ্বিগুণ, তিনগুণ দাম। হকারের সঙ্গে দীর্ঘ দরদাম চলে। অর্ধেক দাম বলে শুরু করেন ক্রেতা, বিক্রেতা বলেন ‘আর বিশটা টাকা দিন...।’ হকার পুনর্বাসন নিয়ে পূর্বেও বহু জলঘোলা হয়েছে। কারণ, ওখানে ব্যবসা নেই। মানতেই হবে পথচলতি ক্রেতারা চোখে পড়ার মতো বা প্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিস ফুটপাত থেকে কিনতেই পছন্দ করেন। হকারদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের ‘শপিং মল’ বানিয়ে দেওয়ার ভাবনাও অবান্তর বলে মনে হয়। দেখা যাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মলে কোনও এক জন হকার যাঁর মোটামুটি উপার্জন হত পূর্বে, নতুন জায়গায় তিনি মল-এর চতুর্থ বা পঞ্চম তলে ঘর পেলেন। তিনি তখন চুপিচুপি তার প্রাপ্ত ঘরটি বিক্রি করে পুনরায় পূর্বের জায়গায় ফিরে যাবেন। হকার উচ্ছেদ কাঙ্ক্ষিত বটেই, তবে প্রশ্ন আসে, এই বিপুল সংখ্যক হকারদের পরিবারের দায়িত্ব কে নেবেন? এই নেই-কাজ রাজ্যে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যাঁরা পরিবারের মুখে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করেন, তাঁদের জন্য অচিরেই সুপরিকল্পিত বিকল্প পথ-অন্বেষণ প্রয়োজন।

শব্দবাণ-৬৭

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. বিদ্যুৎপ্রবাহক ৩. বিছানা ঢাকার চাদর ৬. কোটাল ৭. নিজস্ব কক্ষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সংবর্ধনা ২. নানারকমের , হরেকরকম ৪. ভাগ্যের উন্নতি হওয়া ৫. গুণবতী নারী।

সমাধান: শব্দবাণ-৬৬

পাশাপাশি: ১. ঘটিকা ২. চলিত ৫. আমেজ ৮. দায়াদি ৯. ইমন।

উপর-নীচ: ১. ঘড়াঞ্চি ৩. তরুণ ৪. ক্রমেল ৬.শুভদা ৭. পিশুন।

জন্মদিন

আজকের দিন

বেগম আখতার

১৯১৪ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী বেগম আখতারের জন্মদিন।
১৯৭৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জাহির খানের জন্মদিন।
১৯৮৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনির্বান ভট্টাচার্যের জন্মদিন।

‘আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি’

অশোক সেনগুপ্ত

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ। পুজোর এই আনন্দ আজ ওদেশে কতটা?

সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত চোখে পড়ছে বাংলাদেশে ধর্মস্থান বা বিগ্রহের ওপর আক্রমণের ছবি। তসলিমা নাসরিন, প্রিয়া সাহা-রা নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ করে শেয়ার করছেন সে সব। রক্তক্ষরণ হচ্ছে এপারের হিন্দুদের অনেকের। হ্যাঁ, সবার নয়, অনেকের। অনেকের কাছে প্রধান বিবেচ্য, কব্জি ডুবিয়ে মাংস খাওয়া বা অন্য কিছু। রাতের ঘুম উড়েছে ওপারের বহু হিন্দুর।

কিন্তু এই দৃশ্য কি কেউ অতীতে কল্পনা করতে পেরেছেন? পারলেও কতটা, কী করতে পেরেছেন? গত বেশ ক'বছর ধরে ক্রমান্বয়ে সতর্ক করে চলেছেন তথাগত রায়। তাতে লাভ হচ্ছে কতটুকু? গত শতকে পূর্ববঙ্গের দুর্গাপুজোর স্মৃতির আলেখ্য পড়তে পড়তে প্রশ্ন জাগে, এভাবেও ওঁরা বেঁচে থাকতে পারেন?

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি, বিশেষ করে খুলনা জেলার দুর্গা পূজা উদযাপন কমিটির নেতারা বেশ কদিন আগেই অভিযোগ করেছেন, তাদের বেনামে হুমকি চিঠি দেওয়া হয়েছে। যদিও মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশে, উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপূজা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি)। তাঁর সেই আশার উপর কালো মেঘ দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশি পুলিশ জানিয়েছে, এই বছর সে দেশে সব মিলিয়ে ৩২,৬৬৬ টি মন্ডপে দুর্গাপুজো হবে। পুলিশের সদর দফতরে আইজিপি, মহম্মদ মইনুল ইসলাম দুর্গাপূজার আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ে এক বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। তারপর আইজিপি জানান, দুর্গাপূজার মন্ডপগুলির নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। দুর্গাপূজা, তার আগের কয়েকদিন এবং দুর্গাপূজা-পরবর্তী প্রতিমা বিসর্জনের সময় তিন স্তরের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করবে পুলিশ। এই উৎসবে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য পুলিশ সচেষ্ট।

পুলিশকর্তার আশ্বাস ছিল, সিসিটিভি বা আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে পুলিশ প্রতিটি মন্ডপের উপর নজর রাখবে। প্রতিটি মন্ডপে পুলিশ সদস্যরা থাকবেই, তার পাশাপাশি সর্বক্ষণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছাসেবক রাখার আহ্বান জানিয়েছে পূজা উদযাপন পরিষদ। অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া কোনও গুজবকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয়েছে। এই ধরনের গুজব ছড়ানো ঠেকাতে পুলিশের সাইবার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানান আইজিপি।

কিন্তু এ সব কথার কোনও বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি। বাংলাদেশি সংবাদপত্র ‘ডেইলি স্টার’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দাকোপ এলাকার বেশ কয়েকটি হিন্দু মন্দিরে এমন চিঠি দিয়ে ৫ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়া হয়েছে। না দিলে দুর্গোৎসব পালন করতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। পূজা কমিটির নেতাদের কঠোর পরিণতি হবে বলে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে পুলিশে অভিযোগও জানানো হয়।

কিন্তু কীরকম ছিল পূর্ববঙ্গে দুর্গাপুজোর আমেজ? শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী (জন্ম ২৩ নভেম্বর, ১৮৯৭) লিখেছিলেন, ‘আমি কিশোরগঞ্জে থাকাকালীন কখনও দুর্গাপূজা দেখি নাই। তাহার প্রধান কারণ হইল বারোয়ারী চাঁদা লইয়া দুর্গাপূজা কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে হইত না। ভদ্রলোকদের প্রত্যেকের পৈতৃক বাড়িতে গ্রামে দুর্গাপূজা হইত। তাহারা সকলেই পূজার ছুটির সময়ে সেখানে চলিয়া যাইতেন। আর শহরে যে বারোয়ারী পূজা হইত, সেখানে লোকজন মুহুরী আমলারাই প্রধানত যাইতেন। আমরা কখনো বারোয়ারী পূজাতে যাইব, একথা ভাবিতেই পারিতাম না। আমি দুর্গাপূজা একমাত্র আমাদের পৈতৃক বাড়িতে দেখিয়াছি। এমন কি কোন জ্ঞাতির বাড়িতেও পূজা দেখিতে যাই নাই। আমাদের প্রত্যেকের উপর নিষেধ ছিল।’ **‘আজি হ'তে শতবর্ষ আগে’, ১ম সংস্করণ, পৃ ১০)**

প্রতিভা বসু তাঁর আত্মজীবনী **‘জীবনের জলছবি’**-তে লিখেছেন, ‘দোল-দুর্গোৎসবে বাবা এক মাসের জন্য তাঁদের গ্রামের বাড়িতে রেখে আসতেন। দাদু, দিদিমাদের মাঝে আনন্দে কাটত।’ ১৯১৫ সালে জন্মেছিলেন প্রতিভা। পুজোর সময় সে যে কী আনন্দ! ছোটাছুটি, হুপোহুপি! এ তো ফ্ল্যাটবন্দী জীবন নয়! ‘স্মৃতি সততই সুখের’-এ তিনি লিখেছেন, ‘আমি তখন ঢাকার বাসিন্দা। টিকাটুলি পাড়ায় থাকি। সেখানে আমাদের বাড়িটা বেশ হাত পা ছড়ানো ছিলো। মাঝখানে মস্ত হল ঘর, সামনে গোল বারান্দা, হলঘরের দুপাশে দুখানা, দুখানা চারখানা শোবার ঘর। একদিকের দুখানা ঘরে দাদু ঠাকুমার এক্তিয়ার, অন্য দিকের দুখানা ঘরে না, বাবা এবং আমি, হলঘরটি বসার ঘর।’ **(পৃ ১৫০)**

এভাবেই শৈশবের অনেক স্মৃতি আজীবন আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন অসংখ্য মানুষ। এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের কয়েকজন। কিন্তু কেন, কোন অবস্থায় পিতৃপুরুষদের ভিটে থেকে তাঁদের অনেককে সপরিবারে প্রায় প্রাণ হাতে করে দেশান্তরী হতে হয়েছিল?

মননশীল লেখক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ নীরদচন্দ্র চৌধুরী পুজোর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, ‘গ্রামে পৈতৃক বাড়ীতে ধুমধাম করিয়া দুর্গা পুজা হইত। তাহাতে যোগ দিবার জন্য প্রতি বৎসর কিশোরগঞ্জ শহর হইতে পৈতৃক নিবাস বনগ্রামে যাইতাম; বলির পাঁঠার তত্বাবধান করিতাম, পাঁঠা এবং মহিষ বলি দেখিতাম। বিজয়া দশমীর দিনে পুরোহিত আমাদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া খড়্গ ছোঁয়াইতেন। কিশোরগঞ্জের বাসাতেও ষষ্ঠী- ভাইফোঁটা ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইত’।

(‘আত্মঘাতী বাঙালী’, পৃ ১৬৬)

১৯৯১-এর জানুয়ারি মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ-এর ডিরেক্টর যশোধরা বাগচি লিখেছেন, ‘আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে উত্তরবঙ্গের এক বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেন গিরিবালা দেবী’। ‘রায়বাড়ি’-তে সেই গিরিবালা দেবী লিখেছেন, ‘পূজা আসন্ন। রায়বাড়িতে কোলাহল ও ব্যস্ততার সীমাসংখ্যা নাই। পল্লিগ্রামে পূর্ব হইতে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিতে হয়। গ্রামের পূজার প্রধান উপকরণ চিড়া, মুড়ি, মুরকি, মোয়া, তিলের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের তক্তি, মুক্তাবশীর নাড়ু, নারিকেলের চিড়াজিড়া, শিউলি ফুল ইত্যাদি। পূজার জলপানির যাহা কিছু অত্যন্ত শুদ্ধাচারে বাড়ির মেয়েদেরই করিবার নিয়ম। কাজেই মাসাবধিকাল পর্যন্ত অন্তঃপুরিকাদের বিরাম, বিশ্রাম নামক পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে না’ **(পৃ ৮৪)**।

প্রতিভা বসু লিখেছিলেন, ‘অবশেষে জিন্নার দাবি মিটিয়ে একটি উপমহাদেশকে দু-খণ্ড করে দেশবিভাগ হলো। দেশ স্বাধীন হলো, তবুও কি আক্রোশ নিবারিত হয়েছিল? হয়নি। তবুও লক্ষ্য শুধু খুন, রক্ত আর বিতাড়ন। কেন? এই কেন বুকে নিয়ে আজকেও কি হতভাগ্য হিন্দু গৃহহারার দল দরজা থেকে দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে না? কোথায় তাদের আশ্রয়?’ **‘স্মৃতি সততই সুখের (২য় খণ্ড), পৃ ২৯৫।**

ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার রাইনাদি গ্রামের অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায় মুড়াগাছা জমিদারের অধীনে কাজ করতেন। তাঁর পুত্র পরফর্তীকালের সুলেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ৬ নভেম্বর ১৯৩০)। দেশভাগের পর ছিন্নমূল হয়ে তাঁরা চলে আসেন ভারতে। লেখার মাধ্যমে অতীনবাবু ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর প্রথম জীবনে দেখা বিজয়া দশমীর আবেগ; ‘সকাল থেকেই বিসর্জনের বাজনা বাজছে। দেবীর চোখেমুখে বিষন্নতা। তিনি আবার হিমালয়ে যাচ্ছেন। আগমনী গান যে যার গাইবার এতদিন গেয়েছে। এবারের মত আর গাইবার কিছু নেই। এই দিন সব কিছুতেই একটা বেদনার ছাপ। এত যে রোদ ঝিলমিলি আকাশ, এত যে উজ্জ্বল দিন, কোথাও মালিন্য নেই; তবু কী যেন সকলের হারিয়ে যাচ্ছে। এই মণ্ডপের সামনে সকলেই এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। বড় হুজুর সকাল থেকেই নাটমন্দিরে একটা বাঘের চামড়ার ওপর বসে আছেন। পরিধানে রক্তাম্বর। কপালে রক্তচন্দনের তিলক। এই দিনে মা ভুবনময়ী, ভুবনমোহিনী, হে মা জগদেশ্বরী, তুই একবার নয়ন ভরে তাকা মা, হেন প্রার্থনা এই মানুষের’।

(নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, পৃ ২১৬)।

ফিরি শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরীর পুজো-পরবর্তী স্মৃতিকথায়; ‘দুর্গাপূজার পর কালীপূজায় আতসবাজি, তুবড়ি, পটকা ফাটানো হইত। পটকা অপেক্ষা আতসবাজির চল বেশি ছিল। অনেকেই ভাল আতসবাজি ঢাকা বা কলিকাতা হইতে আগে আগে আনাইতেন। তবে কালীপূজা আমরা বড় একটা দেখি নাই।’ **(‘আজি হ'তে শতবর্ষ আগে’, ১ম সংস্করণ, পৃ ১০)।**

পূর্ববঙ্গের পুজো একাত্ম হয়ে গিয়েছে এপারের অনেক বনেদি বাড়ির পুজোর সঙ্গে। ওপার বাংলায় পুজো করা হত দেবী দুর্গার। দেশভাগের পর এপারে সেই দেবীর পুজোপাঠ শুরু হয়। ওপারের আচার-নিষ্ঠা মেনেই সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামে এখনও জাগ্রত দেবীর পুজো করেন ভক্তরা। ৫০০বছরের পুরনো পুজো ঘিরে কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুরের উদগ্রাম সেজে ওঠে, বাঙালির শিকড়ের সম্পর্ক আলাদা মাত্রা পায়। একসময় পূর্ববঙ্গের দিনাজপুরের রাজবাড়ির কামানের গোলা ফাটিয়ে মায়ের পুজো শুরু হত। সেই কামানের শব্দ যখন এপারে এসে পৌঁছাতো তখন উঃদিনাজপুরের রাধিকাপুরের উদগ্রামে শুরু হত বোধন। সেই ঘটনা ছিল ইতিহাস। এখন রাজা নেই, রাজ্যপাটও চলে গেছে। জৌলুস কমলেও ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বমহিমায় পুজো করা হয় দুর্গাকে।

ইছামতী নদীর পশ্চিম পাড়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার টাকি শহর। পূর্বপাড়ে বাংলাদেশ। এই শহরের ঘোষবাড়ির পুজো প্রায় ৩০০ বছরের বেশি সময় ধার হয়ে আসছে। এবাড়ির পুরোনো দুর্গাদালানের সব খিলানে অবহেলা ও অযত্নের ছোঁয়া স্পষ্ট। তবে পলেস্তারা খসা ছাদের দেওয়ালে আজও জমিদারি মেজাজের আভাস পাওয়া যায়। প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগে জমিদার হরিনারায়ণ ঘোষ এই পুজোর সুচনা করেন। অবিভক্ত বাংলার খুলনায় ঘোষদের জমিদারি ছিল। বহুকাল হল তাঁদের সেই জমিদারি নেই। সেই জমিদার বংশের প্রথা অনুযায়ী এখনো সেই পালেস্তারা খসা দুর্গা দালানেই আজকের প্রজন্ম পুজো করে আসছে।

উদ্যানে ছিল বরষা পীড়িত ফুল; সেই স্মৃতি বুকে আগলে হচ্ছে ওপার বাংলার পুজো। সম্প্রতি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ‘দুর্গাপূজোর বিরোধীতায় ১৬ দফা দাবি, সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা ও সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করুন।’

ইনসাফ কায়েমকারী ছাত্র-জনতা'র কথিত ব্যানারে সর্বজনীন দুর্গাপূজোর তীব্র বিরোধীতা করে পূজার্থী হিন্দু সম্প্রদায়কে হুমকি সম্বলিত ধৃষ্টতাপূর্ণ যে ষোল দফা দাবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাতে আমরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক হিন্দুধর্ম অবমাননাকারী দাবিসমূহ প্রচারকারীদের অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে তাদের শাস্তি নিশ্চিতের সরকারি উদ্যোগ নেয়া না হলে পূজার্থীরা সাড়ম্বরে শারদীয় দুর্গাপূজোর আয়োজনে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে এবং তজ্জন্যে কোন মতেই তাদের দায়ী করা যাবে না। হিন্দুধর্ম অবমাননাকারী দাবিসমূহ চরমভাবে মানবাধিকার পরিপন্থী এবং নিরঙ্কুশ ধর্মীয় স্বাধীনতার চূড়ান্ত লঙ্ঘন। এ ধরনের ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ অব্যাহতভাবে লক্ষ্য করছি। কিন্তু তাদের দমনে সরকার কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনগণ গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত।

‘ইতিহাসবিদ দানীর মতে, প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে রমনায় কালী মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং সেখানেও কালী পূজার সাথে দুর্গা পূজা হত।...ঘটা করে দুর্গা পূজা কখন চালু হল, তা নিয়ে পরিষ্কার বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক কোন প্রমান পাওয়া যায় না। যতটুকু জানা যায় তা হল, কারো মতে, ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুরের জমিদার প্রথম দূর্গা পূজা করেন। আবার কারো মতে, ষোড়শ শতকে রাজশাহী তাহেরপুর এলাকার রাজা কংসনারায়ণ প্রথম দুর্গা পুজা করেন।’...‘কংসনারায়ণ বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ‘তাহেরপুরের রাজা’ ছিলেন। শোনা যায় ‘সূর্যনারায়ণ’ ছিলেন ‘রাজা সুরথেরই বংশধর’। এই জায়গাটি বাংলাদেশ সরকার ‘হেরিটেজ’ বলে ঘোষণা করেছে। প্রত্যেক বছর স্থানীয় হিন্দু জনগণের প্রচেষ্টায় ও সরকারি সাহায্যে সেখানে দুর্গোৎসব হয়। তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ এখনও ‘তাহেরপুরে’ আছে। বাংলাদেশের হিন্দুদের দাবিতে সেটি ‘জাতীয় সম্পত্তি ঘোষিত’ হয়েছে।’ ; **‘অকালের দুর্গার উৎসের সন্ধানে’, রানা চক্রবর্তী।**

উদ্বেগের পরিস্থিতি বাংলাদেশে! কুমারী পুজো হচ্ছে না ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে

ঢাকেশ্বরী এলেন কলকাতায়

রাজা বিজয় সেনের স্ত্রী স্নান করার জন্য লাঙ্গলবন্দ গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পথে তিনি বল্লাল সেনের জন্ম দেন। কিংবদন্তি অনুযায়ী, বল্লাল সেন একবার জঙ্গলে আচ্ছাদিত দেবতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বল্লাল সেন সেখানে দেবীকে আবিষ্কার করেন এবং একটি মন্দির তৈরি করান। মূর্তিটি ঢাকা ছিল বলে ঢাকেশ্বরী নামকরণ করা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ঢাকেশ্বরীকে গুরুত্বপূর্ণ দেবী হিসেবে বিবেচনা করে। দেশ ভাগের সময় পূর্ববঙ্গের কয়েক লক্ষ হিন্দু ভিটেমাটি হারা হন। দেশভাগ-পরবর্তী দাঙ্গার সময় সম্ভাব্য আক্রমণ এবং লুণ্ঠনের হাত থেকে দেবীকে রক্ষা করতে ঢাকার মূল বিগ্রহটিকে বিশেষ একটি বিমানে গোপনে এবং দ্রুততার সঙ্গে ১৯৪৮-এ কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন রাজেন্দ্রকিশোর তিওয়ারি (মতান্তরে প্রহ্লাদকিশোর তিওয়ারি) এবং হরিহর চক্রবর্তী। তিনি শোভা বাজারের ধনবান ব্যবসায়ী দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরি মহাশয়ের বাড়ির গুদামঘরে বিগ্রহকে লুকিয়ে রাখেন। দেবীকে যেভাবে অলংকারহীন এবং প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় লুকিয়ে আনা হয়েছিল, তার ছবিও এই মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। দেবীর বেদীমূলে লেখা হল

ঢাকেশ্বরী জগন্মাতঃ ত্বং খলু ভক্ত বৎসলা। স্বস্থানাৎ স্বাগতা চাত্র স্বলীলয়া স্থিরা ভব ।। অর্থাৎ — হে দেবী জগন্মাতা ঢাকেশ্বরী তুমি পরম ভক্তবৎসলা। আজ থেকে এই তোমার স্বস্থান (নিজের জায়গা), তোমার স্বস্থানে তোমায় স্বাগত জানাই মা। ঢাকায় যে লীলায় তুমি ছিলে আজ থেকে এই খানে তুমি স্বরূপে স্বমহিমায় স্থিরভাবে বাস করে নিজ লীলা বিস্তার কর।

আনন্দকথা

কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়ত কিনা। মাঝে মাঝে ‘তুমি খ’ বলে, ঠাট্টা করতাম। হেসে বললমা, ‘তুমি খ’; টেক্স তোমাকে তো টানতে পারবে না।

‘‘উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা, বলতুম! কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হত না।

‘‘যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, কর্তব্য কি? ঈশ্বরচিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কি না? যতীন্দ্র বললে, ‘আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন!’ তখন আমার বড় রাগ হল। বললাম, ‘তুমি কিরকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি — এ-সব কিছু মনে হয় না। আরপও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধরলে। যতীন্দ্র একটু পরেই ‘আমার একটু কাজ আছে’ বলে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সড়কপথে তিন জেলার সংযুক্তির বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীন গড়করির আশ্বাসে খুশি খানাকুলবাসী

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

খানাকুল বিধানসভার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের ঘাটাল ও হাওড়ার উলুবেড়িয়াকে একসঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য সড়ক পথ তৈরি ও রেল যোগাযোগের জন্য উদ্যোগ নেন বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। সেই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে চিঠি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীন গড়করি। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার অন্যতম সিনিয়ার মন্ত্রী তথা সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করির আশ্বাসে খ ানাকুলবাসী। জানা গেছে, সড়ক পথে যাতে খানাকুলের মানুষের সঙ্গে হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজে গড়ে ওঠে সেই বিষয়ে রুট ম্যাপ করে

খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ আবেদন জানান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি রেল ও সড়ক পরিবহণ মন্ত্রীর দপ্তরে আবেদন করেন ও দেখা করে সমস্ত বিষয় নিয়ে অবগত করান। সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীন গড়করি বিধায়ককে চিঠি দেন। এই চিঠির কথা জানাজানি হতেই আশার আলো দেখতে শুরু করেছে তিন জেলার মানুষ। কেননা সড়ক পথে হাওড়া উলবেড়িয়া , হুগলির খানাকুল ও পূর্ব মেদিনীপুরের ঘাটালের মতো দূর্গম এলাকার মানুষের একদিকে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সরল হবে তেমনি আর্থ সামাজিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। দূর্গম খানাকুলের বহু মানুষ সহজেই যেমন হাওড়া হয়ে কলকাতা যেতে পারবে তেমনি ঘাটালও যেতে পারবে। অন্যদিকে একই ভাবে হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষ খানাকুলে জরুরি কাজে আসতে পারবেন। এই বিষয়ে নতিবপুর এলাকার বাসিন্দা কল্যাণ রায় বলেন, সড়ক পথে যদি ঘাটাল ও উলবেড়িয়ার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে তাহলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে খানাকুলবাসী। এই বিধানসভার মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবার দিগন্ত খুলে যাবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সম্প্রসারিত হবে। অপরদিকে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ জানান, তিন জেলার সংযুক্তির জন্য নতুন রাস্তা তৈরির আবেদন জানিয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীন গড়করির চিঠি পেয়েছি। উনি আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করি এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

স্ত্রীকে কাটারির কোপে ক্ষতবিক্ষত করার অভিযোগ, যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কাটারির কোপে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। বাদ যায় দুই হাতের চারটে আঙুল। মুখের ওপরের পাটির দাঁত হারানোর থেকেও বেশি পীড়া দিয়েছিল স্বামীর কাছ থেকে এই আঘাত। যাঁর সঙ্গে প্রায় ২২ বছর সংসার করছেন, সেই স্বামীই তাঁকে খুনের চেষ্টা করেন। সেই কষ্ট বুকে বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। ২ বছর পর সেই আঘাতে মলম লাগল দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণায়।

হুগলির পোলবা থানার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমা গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণিমা মেটে। সুগন্ধার একটি বি ফার্মা কলেজের হস্টেলে ওয়ার্ডেনের কাজ করেন। ২০২২ সালের ৩ জুন বাড়ি থেকে কলেজে যাওয়ার পথে কামদেবপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে পথ আটকায় তাঁর স্বামী প্রদীপ মেটে। আচমকা কাটারি দিয়ে কোপাতে শুরু করেন। মহিলা দুই হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। দুই হাতের চারটে আঙুল কেটে মাটিতে পড়ে যায়। মুখে কাটারির কোপ লাগে। উপরের পাটির সব দাঁত কেটে পড়ে যায়।

ঘাড়ে, হাতে এলোপাথাড়ি কোপে ক্ষতবিক্ষত হন পূর্ণিমা। সেই ক্ষত নিরাময় হলেও মনের ক্ষত পূরণ হয়নি। চুঁচুড়া আদালতে তাঁর স্বামীর যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণায় কিছুটা হলেও শান্তি পেলেন বলে জানান পূর্ণিমা। পুলিশি তদন্তে খুশি তিনি। সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, অভিযুক্ত প্রদীপ মেটের বিরুদ্ধে তদন্তকারী অফিসার সুবীর গোস্বামী ২২ নভেম্বর ২০২২ সালে চার্জশিট জমা দেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩০৭, ৩২৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। ১৫ জনের স্বাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন চুঁচুড়া জেলা আদালতের তৃতীয় দায়রা বিচারক অরুন্ধতী ভট্টাচার্য। এদিন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনায় আদালত। পূর্ণিমার মা পারুল পাল বলেন, 'মেয়েকে সন্দেহ করত জামাই। মেয়ে বাইরে কাজে যায়, সেটা পছন্দ ছিল না। বাড়িতে অশান্তি করত। অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি, মেয়েকে মেরেই ফেলেছিল। কোনও ভাবে বেঁচেছে। একমাত্র নাতনিকে একাই বড় করছে।'

সরকারি আইনজীবী জানান, মহিলার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছিল যে চুঁচুড়া হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রায় সাতাশ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে ফিরেছে। খুব দ্রুত এই মামলার তদন্ত শেষ হয়। এবং সাজা ঘোষণা হল।

বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: একদিকে বৃষ্টি অন্য দিকে বালি বোঝাই ট্রাক্টরের অবাধ যাতায়াতের ফলে বেহাল হয়ে পড়েছে কাঁকসার রেলপাড় থেকে পলাশডাঙা গ্রামে যাওয়ার রাস্তার মাঝের একটি কালভার্ট। সেই কালভার্টের উপর দিয়ে নিত্যদিন বালি বোঝাই যানবাহন চলাচলের ফলে রাস্তার অবস্থা এতটাই বেহাল যে ওই রাস্তা দিয়ে মানুষ হেঁটে পারাপার করার কোনও জায়গা নেই। রবিবার সকালে একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। এদিন রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা কালভার্টের সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ নিত্যদিন বালি বোঝাই করা ট্রাক্টর ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। এমনিতেই রাস্তার বিভিন্ন জায়গা বেহাল। তার ওপর একটি কালভার্টের উপর রাস্তা এতটাই বেহাল হয়ে পড়েছে যে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকার মানুষকে। পড়ুয়ারা ওই রাস্তা দিয়ে স্কুল কলেজে যেতে পারছে না। নিত্যদিন ওই রাস্তায় ঘটছে দুর্ঘটনা। এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। দ্রুত রাস্তা মেরামতের দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্র পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

আগামী ১৪ অক্টোবর বর্ধমানে পুজো কার্নিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে

এলাকা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসন ও বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আগামী ১৪ অক্টোবর কলকাতার মতো বর্ধমানেও অনুষ্ঠিত হবে দুর্গা পুজোর কার্নিভ্যাল। রবিবার সেই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন সহ প্রস্তুতি ক্ষতিয়ে দেখেন মহকুমা শাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, এসডিপিও অতনু হালদার, বর্ধমান থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস,বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ অন্যান্য আধিকারিরা।

গত ২০২২ সাল থেকে বর্ধমানেও শুরু হয়েছে দুর্গাপুজো কার্নিভ্যাল বা 'মা কার্নিভ্যাল'। কার্নিভ্যালে গতবছর ৩টি বড় গাড়ি এবং ২টি ছোট গাড়ি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হলেও এবারে ২টি বড় গাড়ি এবং ৩টি ছোট গাড়ি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মডেল সহ আনুষাঙ্গিক বিষয়ের উচ্চতা ১৮ ফুটের মধ্যে রাখার কথা জানানো হয়েছে। ওইদিন বর্ধমানের পুলিশ লাইন থেকে গোলাপবাগ মোড় পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা যান চলাচল বন্ধ থাকবে। বাইকও চালানো যাবেনা বলে জানানো হয়েছে। শোভাযাত্রায় ডিজে এবং বাজি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রতি বছরের মতো এবছরও কার্নিভালের দিন উপস্থিত থাকবেন বলিউডের কোনও এক তারকা।

নির্যাতিতাকে ধর্ষণের মামলা প্রত্যাহার করার হুমকি, অভিযুক্ত এক পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ধর্ষণের ঘটনায় মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক পুলিশ কর্তার বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মানিকচক থানা এলাকায়। রবিবার অসহায় ওই নির্যাতিতার পরিবার পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন। নির্যাতিতা পরিবারের অভিযোগ, গত ২২ সেপ্টেম্বর অভিযুক্ত আইনুল শেখ মানিকচক থানার একটি গ্রামে বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে এক যুবতীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এরপর যুবতীর চিৎকারে হাতেনাতে ধর্ষণকারীকে ধরে ফেলেন গ্রামবাসীরা। পরে অভিযুক্তকে মানিকচক থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

ধর্ষিতা যুবতীর অভিযোগ তাকে থানায় ডেকে এই ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক স্বপন চক্রবর্তী মামলা প্রত্যাহার করার জন্য হুমকি দিচ্ছে। অভিযোগ প্রত্যাহার না করলে তার নামে মিথ্যে বদনাম রটিয়ে দেওয়া এবং তাকে মিথ্যে মামলাতে ফাঁসিয়ে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে। বাধ্য হয়ে এদিন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদবের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতা ও তার পরিবার। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পুলিশ আইন অনুযায়ী কাজ করেছে। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। পুরো অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৩য় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আলিপুরের আদালতে

টাইটেল স্যুট নং. ২০১২ সালের ০৫৩২৬

(২০১২ সালের ক্র. নং ২৯)

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট, ১৯৫৫, এর অধীনে গঠিত একটি কর্পোরেট সংস্থা যার স্থানীয় প্রধান কার্যালয় 'সমৃদ্ধি ভবন', ১- স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ এবং রাজাবাগান ডক ইয়ার্ড শাখা, ৪৪- গার্ডেন রিচ, থানা মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা- ৭০০০৪৪ তে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছে, এবং এর অ্যাকাউন্ট স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, ৯বি-এসপ্ল্যানেড রো, (পূর্ব), থানা- হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৬৯ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

...বাদী।

-বনাম-

সেখ মহঃ সাউদ, পিতা- প্রয়াত আবু বক্কর, অন্যান্য বিষয়ের সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন জেড ৩/৫২৯- মিস্ত্রী ঘাট রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৪৪ -এ ।

....বিবাদীগণ

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বাদী আপনার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন এবং **১,৭২,৮৫২.০০ টাকা** ডিক্রির জন্য দাবি করেছেন এবং আপনাকে এতদ্বারা এই আদালতে **১০ ডিসেম্বর ২০২৪** দুপুর ১২.০০ টায় হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশ দেওয়া একজন আইনজীবীর দ্বারা এবং মামলা সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুগত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন বা এই ধরনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম এমন কোনও ব্যক্তি যিনি তার সাথে থাকবেন, দাবির উত্তর দিতে এবং আরও আপনাকে সেই দিন আপনার প্রতিরক্ষার একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং উক্ত দিনে আপনার অধিকার বা ক্ষমতার সমস্ত নথি উপস্থাপন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যার উপর আপনি আপনার প্রতিরক্ষা বা সেট-অফ বা পাল্টা দাবির জন্য দাবি, এবং যেখানে আপনি আপনার অধিকারে বা ক্ষমতায় হোক বা না হোক অন্য কোনো নথির উপর নির্ভর করেন, আপনার প্রতিরক্ষা বা সেট-অফ বা পাল্টা দাবির জন্য দাবির সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে, আপনি লিখিত বিবৃতিতে সংযুক্ত করার জন্য একটি তালিকায় এই জাতীয় নথিগুলি লিখবেন। মনে রাখবেন পূর্বে উল্লেখিত দিনে আপনার উপস্থিতি না থাকলে আপনার অনুপস্থিতিতে মামলার শুনানি হবে এবং নির্ধারিত হবে।

স্বা/-
সেরেস্তাদার
৩য় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
আলিপুর

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনা এক নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মুফু সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েকশো তৃণমূল কর্মী সমর্থক। তৃণমূলের লক্ষ্মীপুর এলাকার বুথ সভাপতি মন্টু খান সহ অন্যান্য কর্মীদের অভিযোগ, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মফু সরকার, টাকার বিনিময়ে পদ বিক্রি করছে, ত্রিপল নিয়ে দুর্নীতি করছে, এলাকায় গন্ডগোল পাকাচ্ছে। অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ নিয়ে অঞ্চল কার্যালয়ে সভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সভা শুরু হওয়ার আগে থেকেই অনেক লোক জমায়েত করে রেখেছিলেন অঞ্চল সভাপতি। তবুও পার্টি অফিসে চাবি দিয়ে পালিয়ে যান তিনি। তার পরেই বুথ সভাপতি অনুগামী তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে স্লোগান দেন এবং অঞ্চল কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তারা ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বকে বিষয়টি জানিয়েছেন বলে দাবি করেন। এ বিষয়ে ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মহাদেব মল্লিক বলেন, একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে কর্মীদের মধ্যে, ব্লক নেতৃত্ব বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে। দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।

পুজোর শুরুতেই তালা বন্ধ ঘরে চুরির ঘটনা, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের বালিজুরি গ্রামে এক ইসিএল কর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল। ঘটনায় আতঙ্ক এলাকায়, ঘটনার যে বেশ কিছুক্ষণ বালিজুরি মাধাইপুর রাস্তা অবরোধ করলো স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ।

ঘটনা প্রসঙ্গে বাড়ির কর্ত্রী রানু মুখার্জি জানান, তিনি তার বোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আর সেই কারণে বাড়িতে তালা বন্ধ ছিল। রবিবার সকালে বাড়ির সদর দরজার তালা খুলে দেখেন, ভেতরে সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড। আলমারি থেকে শুরু করে ডিভান, খাট সমস্ত ভেঙেচুরে লুট করেছে চোরের দল। রানুদেবী জানান, বাড়িতে তার নগদ পঞ্চান্ন হাজার টাকার বেশি অর্থ ছিল এছাড়াও ছিল বেশ কয়েক ভরি সোনার গয়না। সবকিছুই চুরি গেছে। দুর্গা পুজোর শুরুতেই এইভাবে চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে আতঙ্ক এবং কান্নায় ভেঙে পড়েছেন রানু দেবী। তার স্বামী দীনেশ মুখার্জি ইসিএল এর ঝাঁঝরা কোলিয়ারিতে কর্মরত। রানু দেবী জানান, এই নিয়ে বেশ কয়েকবার তাদের পাড়ায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনও চুরির কিনারা করতে পারেনি লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পুলিশ একটু সজাগ সতর্ক থাকলে এভাবে এই ধরনের চুরির ঘটনা বারবার করত না। বালিজুরি গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পুলিশ এলাকায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের দিয়ে নজর রাখুক। ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মেদিনীপুরে মহিলাদের নিরাপত্তায় বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা আরও সুরক্ষিত করতে জেলা পুলিশের উদ্যোগে শুরু হল মহিলা পুলিশ কর্মী দ্বারা পরিচালিত 'পিঙ্ক পেট্রোল এবং ই-সাইকেল'। নাম দেওয়া হয়েছে গ্রিন উইনার্স টিম। রবিবার জেলা পুলিশ লাইনে 'পিঙ্ক পেট্রোল এবং ৩০ টি ই-সাইকেল সহ গ্রিন উইনার্স টিমের যাত্রার সূচনা করেন পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। জানা গিয়েছে, মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, স্কুল, কলেজ, শপিংমল, বাজার-বাসস্ট্যান্ড সহ জেলার অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলিতে টহল দেবে এই গ্রিন উইনার্স টিম।

বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: কিছুদিন আগেই দামোদর নদের জলে প্লাবিত হয় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার ওই বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে আসেন জেলাশাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের জোৎশ্রীরাম পঞ্চায়েতের শিয়ালী ও কোঁড়া এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন। এলাকার বন্যা বিধ্বস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর জন্য খাদ্য সামগ্রী ও বস্ত্র দেওয়ার পাশাপাশি ভগ্নদশায় তৈরি হওয়া বন্যার জলে নষ্ট হতে বসা বাড়িগুলিও পরিদর্শন করেন। এছাড়াও নদীর পাড় ভাঙন পরিদর্শন করে তা খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন বহু মানুষ ত্রাণ না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বন্যার জলে কবলিত হয়ে এলাকার একাধিক পরিবারগুলি এখনো পর্যন্ত বাঁধের ধারে ত্রিপলের চাউনিতে থাকতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়ছেন বলে অভিযোগ করেন। রিলিফ ক্যাম্পে না নিয়ে গেলেও খাদ্য সামগ্রী পৌঁছনো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা।

ভবঘুরে এক মহিলার পুটুলিতে পাওয়া গেল দেড় লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে এক মহিলার পুটুলি থেকে পাওয়া গেল ভিক্ষার প্রায় দেড় লাখ টাকা। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার ঘটনা। দেগঙ্গার কালিয়ানী বিলের কাছে টাকি রোডের ধারে ঝোপের মধ্যে জখম অবস্থায় পড়েছিল বছর সত্তর বয়স ওই বৃদ্ধা। বৃদ্ধাকে প্রথমে বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। পরে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে সম্ভবত কোনও গাড়ির ধাক্কায় জখম হয়েছেন ওই বৃদ্ধা। তার কোনও নাম পরিচয় জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মানসিক ভারসাম্যহীন এই মহিলা দেগঙ্গা, বেলিয়াঘাটা বাজার সহ আশপাশের বাজারে ভিক্ষা করতেন। শনিবার রাত বারোটা নাগাদ দেগঙ্গার কালিয়ানী বিলের কাছে টাকি রোডের ধারে ঝোপের মধ্যে ওই মহিলাকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেন দেগঙ্গার আমিনপুরের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি। তার মাথায় এবং দেহের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল।

রফিকুল বলেন, রাত বারোটা নাগাদ বেলিয়াঘাটা থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিলাম। কালিয়ানী বিলের কাছে হঠাৎই বাইকের আলোয় দেখি এক মহিলা রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে। পাশে জামা কাপড় ভর্তি একটি বস্তা পড়ে আছে। পুলিশকে খবর দেন রফিকুল। পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক চিকিৎসার সময় তার কোমর থেকে একটি পুটলি পাওয়া যায়। পুটলি খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ পুলিশ ও চিকিৎসকদের। পুটুলির মধ্যে আছে বিশাল পরিমাণ টাকা। ২০০ ও ৫০০ টাকার নোট থাকলেও বেশিরভাগটাই ১০০ টাকার পুরনো নোট। চারজন সিভিক মিলে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে গোনার পর দেখা যায় মোট ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা আছে পুটুলিতে। পুলিশের অনুমান, ভিক্ষা করেই এই টাকাগুলো জমিয়েছিলেন বৃদ্ধা। আপাতত টাকাগুলো পুলিশের হেপাজতে আছে।

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রিকভারি অফিসারের কার্যালয় - ১/২ ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি ২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেভক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট,১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

আরসি/১৭১/২০২৪ ২৭/০৯/২০২৪

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
অমিত কর্মকার

প্রতি
(সিডি১) অমিত কর্মকার,
পিতা- প্রয়াত দুলাল কর্মকার, গ্রাম ও পোস্ট-দফাহাট, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩।

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি **টিএ/৮৯৫/২০১৭** দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, **১৮৬৬২২৫.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত পঁচিশ টাকা মাত্র)** এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক **১০.২৫% হারে** বার্ষিক সরল সুদ ১৮/১১/২০১৪ তারিখ থেকে কার্য্যকর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং **২১,০০০.০০ টাকা (একুশ হাজার টাকা মাত্র)** মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূর্ণ/ সীমিত ভাবে)।

২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে ।

৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪. আপনাকে এতদ্বারা ২০/১২/২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।

৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ-

(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসের অব্যবহিত পরে শুরু সময়কালের জন্য প্রদেয় অনুরূপ সুদ।

(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।

আমার হস্তাধীনে ট্রাইবুনালের সিলমোহরযুক্ত হল ২৭/০৯/২০২৪ তারিখে।

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রক, শিলিগুড়ি-১

মালদার কল্যাণ সংঘে ফুটে উঠবে মিশরের পিরামিড, থাকবে মিশরীয় কারুকার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারে দুর্গাপুজোয় মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘের মণ্ডপে আসলে দেখা যাবে এক টুকরো মিশরের পিরামিড থেকে শুরু করে মমির কাঠামো সহ নানান সাজসজ্জা। এমনই পুজো মণ্ডপ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন কর্মকর্তারা। এমনকী ক্লাব সদস্যদের পরিকল্পনায় দেবী দুর্গার রূপসজ্জা অনেকটা মিশর দর্শন করার মতোই গড়ে তোলা হচ্ছে। যা এবছরে রীতিমতো দর্শনার্থীদের চমক দেবে বলেই দাবি কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘের পুজো উদ্যোক্তাদের। পুজো মণ্ডপে মিশরের রূপ দেওয়ার কারুকার্যের কাজ করছেন শিল্পী বিবেক দাস।

সংশ্লিষ্ট পুজো উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, পুজো মণ্ডপের ভেতরেই থাকছে নানান ধরনের মিশরীয় ছবি এবং মডেল। এই পুজো

মণ্ডপে নানান দেবদেবীর মডেল যা এবার দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়াবে।

শিল্পী বিবেক দাস বলেন, দেবী দুর্গা গড়ে তোলা হচ্ছে মিশরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেবতার অনুকরণে। ওসিরিস চিনেন মিশরের একজন রাজা। যাঁকে তার ভাই টুকরো টুকরো করে হত্যা করেছিলেন। তার স্ত্রী আইসিস সেই দেহকে একত্রিত করে পুনরক্ষিত করেছিলেন। এইসব গল্পকথা ধরা হচ্ছে মণ্ডপের সাজসজ্জা ও দেবী প্রতিমার মাধ্যমে। মণ্ডপের ভিতরে থাকছে নানান ধরনের মিশরীয় ছবি। মিশরের দেব-দেবীর চরিত্রেই পুরো থিম আকর্ষণ বাড়াবে এবারের কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘের দুর্গাপুজোয়। সংশ্লিষ্ট ক্লাব সম্পাদক শুভেন্দু পান্ডে বলেন, এবারে পুজোর বাজেট প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ পুজো মণ্ডপ ও প্রতিমার সাজ সজ্জার কাজ করছেন শিল্পী বিবেক দাস। তাঁর সহেগও বাপ্পা নামে একজন শিল্পী সহযোগিতা করছেন। প্রতি বছরই কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘ পুজোয় নতুনত্ব থিম থাকে। এবারও এক টুকরো মিশরের আদলেই এই পুজো মণ্ডপের নতুন করে দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়াবে বলেও দাবি করেছেন সম্পাদক শুভেন্দুবাবু।

খেলো ইন্ডিয়া তাইকোন্ডো লিগ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় মিতালী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: খেলো ইন্ডিয়া তাইকোন্ডো লিগ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মিতালী মালি। এর ফলে আগামী মাসে হতে চলা এ প্রতিযোগিতার ফাইনালে অংশগ্রহণ করা ছাড়পত্র পেয়ে গেল মিতালী। এর ফলে স্বভাবতই খুশি তার কোচ, পরিবারের লোক সহ জেলার খেলা প্রেমী মানুষ। জানা গিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল খে লো ইন্ডিয়া তাইকোন্ডো লিগ (ফেস-৩) প্রতিযোগিতা। ৩ অক্টোবর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলো ইন্ডিয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রতিযোগিতায় ৪১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে মিতালী মালি পশ্চিমবঙ্গের হয়ে অংশগ্রহণ করে। সেখানে জুনিয়র গার্লস আন্ডার ৪৯ কেজি ওয়েট ক্যাটাগরিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে মিতালী। কোচ শিপ্রা বর্মনের তত্ত্বাবধানে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ড অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিবাকর মণ্ডল জানান, 'জুনিয়র গার্লস আন্ডার ৪৯ কেজি ওয়েট ক্যাটাগরিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করায় মিতালী মালি আগামী নভেম্বর মাসে খেলো ইন্ডিয়া ফাইনালে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে।' অন্যদিকে এ বিষয়ে মিতালী মালি জানায়, 'অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া তাইকোন্ডো লিগ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারায় এবং তৃতীয় হওয়ায় খুবই ভালো লাগছে।'

পারশালিকা ঘোষ পরিবারের দুর্গা এবার ২৭০ বছরে পদার্পণ করল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: মহালয়ার দিন পারশালিকা ঘোষ পরিবারের দুর্গাকে বেনারসি পড়িয়ে বেদীতে স্থাপন করা হয়। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় স্বপরিবারে দুর্গাকে সাজানো হয় সোনার অলঙ্কারে। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দুটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে অভিরাম। কাঠের পালকিতে পরিবারের মেয়েদের কাঁধে চেপে নদীর ঘাট থেকে নবপত্রিকা আসে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে পুজোর সমস্ত উপকরণ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পুজো হয়। প্রত্যহ সকালে দেবীর নিদ্রা ভঙ্গের পর নিমের কাঠি দিয়ে দাঁতন করানো হয়। স্নানাদির পর নতুন বস্ত্র দিয়ে বরণ করে শুরু হয় পুজো পাঠ। সন্ধি পুজোয় দেবীকে দেওয়া ১০৮ পদ্ম। দেবীর ভোগে লুচি, সাতভাজা, পরমান্ন, ফল ও ঘরের তৈরি নানা রকমের নাড়ু দেওয়া হয়। দশমীতে দেবীকে চিড়ের ফলার দেওয়ার পর দেবীর

দুই গালে ছ্যাঁকা দিয়ে চোখের জলে বিদায় জানানো হয়। পরিবারের প্রবীণ সদস্য কুমারকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে একই রীতিতে পুজো হয়ে আসছে। পুজোর জৌলুস বাড়লেও প্রথার কোন রদবদল হয়নি। কোনদিন বলিদান ছিলনা।

পারশালিকা ঘোষ পরিবারের দুর্গা এবার ২৭০ বছরে পড়ল। অনেকে আবার ঘোষ পরিবারের বারোয়ারী পুজোও বলেন। একসময় আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ ঘোষ পরিবারের পুজো মণ্ডপে জড়ো হতেন। সরকারি অনুদান মেলায় সেই সব গ্রামগুলিতে এখন জাঁকজমক করে পুজো হলেও বহু মানুষ ঘোষ পরিবারের দেবী মাহাত্ম্যকে মেনে দুর্গার কাছে মানসিক করে পুজো দিতে আসেন। পুজো যে শুধু প্রাচীন তাই নয় পুজোয় ব্যবহৃত বাসন সহ বহু জিনিসও দীর্ঘদিনের প্রাচীন। বহু পিতলের বাসনে খোদাই করা রয়েছে মেড ইন জার্মান।

একসময় পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি বেদখল হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর খুব কষ্টে ঘোষ পরিবার পুজো চালিয়ে এসেছেন। পরিবারের অন্যতম সদস্য পলাশ ঘোষ বলেন, বাবাদের কাছে শুনেছি মা দুর্গার আশীর্বাদে বেদখল সম্পত্তি আবার আমরা ফিরে পেয়েছি। পরিবারের কুলদেবতা মদনমোহনজিকে কুলগুরুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করেই দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল। দীর্ঘদিন থেকে মন্দিরে নিত্যপুজো হয়।

রথের দিন দেবীর কাঠামোয় মাটি দেওয়ার রীতি আজও চলে আসছে। বোধনের দিন চক্ষুদান আর মহালয়ার দিন দেবীকে সুসজ্জিত করে বেদীতে তোলা হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে একই পরিবারের মৃতশিল্পী প্রতিমা তৈরি করে আসছেন। এমনকী পুরোহিত, নাতিপ, ঢাকি বংশ পরম্পরা ঘোষ পরিবারের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। পরিবারের বধূ অতসী ঘোষ, মিনু ঘোষ, শবরী ঘোষ, ডলি ঘোষরা বলেন, যেদিন থেকে এই পরিবারের সঙ্গে সাতপাকে জড়িয়েছি সেদিন থেকে দুর্গা পুজোয় বাপের বাড়িও যায়নি। পরিবার এবং আত্মীয়ের ভিড়ে পুজো চারদিন কীভাবে কেটে যায় বুঝতেই পারি না। দশমীতে হয় অপরাজিতা পুজো। আর তারপরই চোখের জলে ভাসান ঘোষ পরিবার।

এক সময় হত নরবলি, অষ্টমীর দিন তোপের আওয়াজ শুনে হয় আশেপাশের গ্রামে বলি

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

বাংলার সবার প্রথম কোথায় দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল তা হয়তো অনেকের জানা নেই। তবে ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, বঙ্গ ভঙ্গ হওয়ার বহুবছর আগে সেই সময় ভারতে শাসন করতেন বক্তিয়ার খিলজি। সময়টা ছিল প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি আগের। অবিভক্ত বাংলার শাসনে ছিলেন রাজা লদণ সেন। বক্তিয়ার খিলজি বারবার রাজা লদণ সেনের উপর হামলা চালানোর কারণে, রাজা লদণ সেন তার সৈন্য নিয়ে লুকিয়ে পড়েন কাঁকসার গড় জঙ্গলে। এই জঙ্গল এতটাই বড় এবং ঘন ছিল যে লুকিয়ে পড়লে সহজে তার সন্ধান পাওয়া যেত না। সেই সময় এই গড় জঙ্গলে ছিল কাপালিকদের বাস। কথিত আছে, এই কাপালিকরাই শুরু করেছিলেন দুর্গাপুজো। তবে, তখন দেবীর কোনও মূর্তি ছিল না, একটি পাথর খোদাই করে দেবীমূর্তি বানিয়ে তাকেই পুজো করতেন তারা। পুজোর সময় কাপালিকরা নরবলি দিতেন। রাজা লদণ সেন গড় জঙ্গলে আত্মগোপন করার সময় সেই বছরেই কাপালিকরা সিদ্ধি লাভের জন্য ১০৮টি নরবলি দেবে বলে স্থির করেন। এরপর, সিদ্ধি লাভের জন্য নরবলিতে রাজা লদণ সেন বাধা দেবে বলে কাপালিকরা জানতে পান। কাপালিকরা রাজা লদণ সেনের শরণাপন্ন হন। তাঁরা তাকে বোঝান, রাজা লদণ সেন যদি পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি করতে চান তাহলে তাকেও এই পুজোতে থেকে দেবীকে প্রসন্ন করতে হবে, দেবী প্রসন্ন হলে তিনি আবার পুনরায় শক্তি ফিরে পাবেন। রাজা লদণ সেন তাদের কথায় রাজি হলেও মাঝে এসে ব্যাঘাত ঘটান তার সভাকবি 'কবি জয়দেব'। তিনি বলেন, দেবীর জাগ্রত হওয়ার প্রমাণ দিতে, তবে নরবলি হবে, নচেৎ বন্ধ করতে হবে। কাপালিকরা প্রমাণ দিতে না পারায়, কবি জয়দেব নিজেই দেবীর দুর্গা এবং কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে নরবলি প্রথা বন্ধ করে দেন। তবে, দেবীর আরাধনা কপালিকরা কতদিন আগে শুরু করেছিলেন তা জানা নেই। কবি জয়দেব দ্বারা দেবীর দুটি রূপ দেখানোর পর থেকেই গড় জঙ্গলে দেবীর নাম হয় 'শ্যামারূপা'। সেই থেকেই রাজা লদণ সেন পুনরায় পুজোর সূচনা করেন। তবে, দেবীর পাথরে খোদাই করা আসল মূর্তিটি বন্যায় ভেসে যাওয়ায়, পরে তার অনুকরণ করে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেই চলতে থাকে দেবী দুর্গার পুজো। শোনা যায়, রাজা লদণ সেন মারা যাওয়ার আগে গড় জঙ্গল এবং দেবীর পুজোর দায়িত্ব - দিয়ে যান ইছাই ঘোষকে। পরে ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউ সেন ও কর্ণ সেনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারা যান ইছাই ঘোষ। ইছাই ঘোষের পালিত কন্যার বিবাহ হয়েছিল কাশিপুর মহারাজের ছেলের সঙ্গে। কথিত আছে ইছাই ঘোষ মারা যাওয়ার পর তার পালিত কন্যা দেবী মূর্তি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গড় জঙ্গল থেকে। মূর্তি নিয়ে বরাকর নদী পার করার সময় মূর্তিটি পরে যায়। বহু খোঁজাখুঁজি পরও মূর্তিটি পাওয়া যায়নি। অগত্যা তারা খালি হাতে কাশিপুরে ফিরে যান। পরে ইছাই ঘোষের পালিত কন্যা স্বপ্নাদেশ পান। দেবী ওখানেই রয়েছে তাকে ওই জায়গাতেই প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ পান তিনি। সেই মতো কল্যাণীশ্বরী নামেই মন্দির করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাই আজও শ্যামারূপার পুজো শুরু হওয়ার পর কল্যাণীশ্বরীতে পুজো শুরু হয়। নরবলি না হলেও আজও এখানে ছাগ বলি প্রথা চলে আসছে। এছাড়া সারা বছরই নিত্য সেবা হয় এখানে। বিশেষ করে পুজোর কয়েকটা দিন এখানে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন থাকে। ঘন জঙ্গলের ভিতরে যাতে মানুষের যাতায়াতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য গোটা জঙ্গল নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেয় কাঁকসা থানার পুলিশ। এখানে পুজোর আরও একটি আকর্ষণ হল অষ্টমীর দিন তোপের ধ্বনি শুনতে পাওয়া। তারপরেই শুরু হয় বলি প্রথা। শুধু শ্যামারূপা নয়। তোপের ধ্বনি শুনে বলি হয় জঙ্গলের আশেপাশের সমস্ত গ্রামে। আর এই তোপের আওয়াজ শোনার জন্য জেলা, রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় করেন এখানে। এখানে গাছের গায়ে ইঁটের টুকরো বেঁধে হয় মানসিক। মানসিক পূরণ হলে দেবীকে মানসিকের ফল মিষ্টি দিয়ে পুজো দেন ভক্তরা। তবে, ভক্তদের আক্ষেপ যেহারে শব্দ দূষণ বেড়ে গেছে তাতে কোনটা বাজির আওয়াজ আর কোনটা তোপের আওয়াজ তা বুঝে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে, জঙ্গলের ভিতরে কোথা থেকে এই তোপের আওয়াজ আসে তা আজও অনেক চেষ্টা করে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। শহরের পুজো ছেড়ে ঘন জঙ্গলের ভিতর গা ছমছম করা পরিবেশে এসে বাংলার প্রথম শুরু হওয়া দুর্গাপুজো দেখতে ও তোপের আওয়াজের সাক্ষী থাকতে, আজও হাজার হাজার ভক্তরা ভিড় জমান গড় জঙ্গলের এই শ্যামারূপার মন্দিরে।

আরামবাগে বাঁধ মেরামত হয়নি

তৃণমূল টাকা লুট করেছে বলে কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বন্যা দুর্গতদের পাশে থাকতে ফের পুরশুড়া ও গোঘাটে এলেন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বিকালে তিনি পুরশুড়ার সোদপুরের মসিনান মাঠে বন্যা দুর্গতদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেন। পাশাপাশি বন্যায় যে দু'জন মারা যান তাদের পরিবারের হাতে বিজেপির পক্ষ থেকে শুভেন্দু অধিকারী ১ লক্ষ টাকা করে তুলে দেন। এদিকে লদী পুজোর পরে এসে সেচ দপ্তর ঘেরাও করার হুমকিও দেন তিনি। কেন প্রতি বছর আপনাদের এই ভাবে কষ্ট পেতে হবে। রাজ্য সরকারের এই বন্যা ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

এদিকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন শুভেন্দু। কুলতলি ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমি সব জানি ওনার বাবা মন্টু নস্কর, ইনি সল্টলেকে আমার অফিসেই আছেন, আমরা আইনজীবী দিয়েছি বিজেপির পক্ষ থেকে। সহযোগিতা করা হচ্ছে।

আদালত পুলিশে কর্ম কাণ্ডের নিন্দা করেছে, পুলিশ পকসো ধারা যোগ করেননি বলে। বারবার কেন রাজ্য সরকার চেপে যেতে চাইছে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এই জন্যই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাই। মানুষ এই জন্য বলছে যে পুলিশের ওপর আস্থা নেই। পটাশপুরেও একই ঘটনা ঘটেছে এবং মানুষ যা শিক্ষা দেওয়ার দিয়ে দিয়েছে। আমি গণপিটুনিকে সমর্থন করি না। কিন্তু কেন পটাশপুরে মানুষ ধর্ষককে গণপিটুনি দিল কেন? এর জন্য দায়ী রাজ্য সরকার। যখন প্রশাসনের ওপর মানুষের আস্থা উঠে যায় তখনি মানুষ বাধ্য হয়ে আইন হাতে তুলে নেয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। বাঁধ মেরামত করেনি। তৃণমূল টাকা লুঠ করেছে। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগে এসে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন।

অন্ডালের দামোদর নদ থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রবিবার অন্ডালের দামোদর নদী থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটে শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের কুটিরডাঙ্গা সংলগ্ন শশ্মান ঘাট থেকে একটু দূরে। অন্ডাল থানার পুলিশ ঘটনার ফলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য।

রবিবার সকাল ৭৩০ মিনিট নাগাদ অন্ডালের শ্রীরামপুর গ্রামের কুটিরডাঙা সংলগ্ন দামোদর নদী ঘাট থেকে উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ। রবিবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন নদী ঘাটে গিয়ে দেখতে পায় মৃতদেহটি। তারাই অন্ডাল থানায় খবর দেয় বলে সূত্রের খবর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সম্ভবত দেহটি অন্য কোথাও থেকে ভেসে শ্রীরামপুর নদী ঘাটে এসেছে। দেহটিতে পচন ধরে ফুলে থাকাই তাদের ধারণা সম্ভবত বেশ কয়েকদিন আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানাতে নিয়ে যায় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরই পরিষ্কার হবে এই মৃত্যুর আসল কারণ।

রবিবার ভার্চুয়ালি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করলেন সিউড়ি রেনবো ক্লাবের দুর্গাপুজো।

রবিবার সন্ধ্যায় সিউড়ি কলেজ পাড়া রেনবো ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করছেন সিউড়ি থানার আইসি দেবাশিস ঘোষ।

পেঁড়ো নেতাজি সংঘের প্রতিমা

আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীর বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে দেবী দুর্গার সন্ধিপুজো হয়

সন্ধি পুজোর বিশেষ তিথিতে দেবীকে ১০৮টি পদ্ম নিবেদন করা হয়

বনস্পতি দে ● হুগলি

আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীর বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে দেবী দুর্গার সন্ধিপুজো হয়। বলা হয় অষ্টমী ও নবমী তিথির শুভ সন্ধিক্ষণই আসলে সন্ধিপুজো। এই বিশেষ তিথিকে শুভ বলে মানা হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো বিশেষ নিয়ম। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল, দেবী দুর্গার পায়ে উৎসর্গ করা হয় ১০৮টি লাল পদ্ম। সেই একই সময়ে জালানো হয় ১০৮টি প্রদীপ। আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীর বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে দেবী দুর্গার সন্ধিপুজো হয়। বলা হয় অষ্টমী ও নবমী তিথির শুভ সন্ধিক্ষণই আসলে সন্ধিপুজো। আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীর বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে দেবী দুর্গার সন্ধিপুজো হয়। বলা হয়, অষ্টমী ও নবমী তিথির শুভ সন্ধিক্ষণই আসলে সন্ধিপুজো। এই বিশেষ তিথিকে শুভ বলে মানা হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো বিশেষ নিয়ম। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল, দেবী দুর্গার পায়ে উৎসর্গ করা হয় ১০৮ টি লাল পদ্ম। সেই একই সময়ে জানানো হয় ১০৮টি প্রদীপ।

পুরাণ মতে, দেবী দুর্গা আবির্ভূত হন অষ্টমী ও নবমী তিথির মিলনক্ষণেই, দেবী চামুণ্ডা রূপে। চন্ড ও মুন্ড নামক দুই ভয়ানক অসুরকে এই সন্ধিক্ষণে বধ করেছিলেন দেবী। অন্যদিকে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে উল্লেখ আছে, রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করার জন্য আশ্বিন মাসেই রামচন্দ্র অকাল বোধন করেন। সেখানেও সন্ধি পুজোর বিশেষ তিথিতে দেবীকে ১০৮ টি পদ্ম নিবেদন করা হয়।

পুরাণ মতে, দেবী দুর্গা আবির্ভূত হন অষ্টমী ও নবমী তিথির মিলনক্ষণেই, দেবী চামুণ্ডা রূপে। চন্ড ও মুন্ড নামক দুই ভয়ানক অসুরকে এই সন্ধিক্ষণে বধ করেছিলেন দেবী। অন্যদিকে কৃত্তিবাসের রামায়ণে উল্লেখ আছে, রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করার জন্য আশ্বিন মাসেই রামচন্দ্র অকাল বোধন করেন। সেখানেও সন্ধি পুজোর বিশেষ তিথিতে দেবীকে ১০৮টি পদ্ম নিবেদন করা হয়।

৩৩১ বছরে পদার্পণ করল বুদবুদের সোঁয়াই গ্রামের মুখার্জি বাড়ির দুর্গাপুজো, প্রথা মেনে আজও হয় মোষ বলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তার পরেই শুরু বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। তাই বুদবুদের সোঁয়াই গ্রামের মুখার্জি বাড়ির সদস্যদের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।

৩৩১ বছর আগে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন পরিবারের সদস্য বাসুদেব মুখার্জি। শোনা যায় এই গ্রামেই ছিল টোল অর্থাৎ পাঠশালা। আর এই টোলেই শিক্ষা গ্রহণে আসেন মুখার্জি বাড়ির পূর্ব পুরুষ বাসুদেব মুখার্জি। এই গ্রামেই পড়াশোনার সঙ্গে এই গ্রামেই তার বিয়ে হয়। পরে এই গ্রামেই বসবাস শুরু করেন তিনি। বাসুদেব মুখার্জির আদিবাড়ি পূর্ব বর্ধমানের বাকলসার গ্রামে। সেখানে তার বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। তিনি যখন সোঁয়াই গ্রামে বসবাস শুরু করেন তখন বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে দেবীকে নিয়ে আসেন সোঁয়াই গ্রামে। কিন্তু দেবীকে সোঁয়াই গ্রামে আনার সময় ঘটে বিপত্তি। দেবীকে যখন কাঁধে করে আনা হচ্ছিল সেই সময় তৎকালীন বর্ধমানের রাজা তার সৈন্যদের নিয়ে ভ্রমণে বের হন। রাস্তায় মুখোমুখি

হয় রাজার সৈন্য ও দেবীর। একদিকে সৈন্যরা বলেন, তারা রাস্তা ছাড়বে না অপর দিকে যারা দেবীকে কাঁধে করে নিয়ে আসছিলেন তারাও জেদ ধরে বসেন দেবীকে নিয়ে কোনওভাবেই তারাও রাস্তা ছাড়তে বাধ্য নয়। অগত্যা রাস্তায় আটকা পরে রাজা নিজেই তাঁর কারণ খুঁজতে এগিয়ে আসেন। রাস্তায় আটকা পড়ার কারণ শুনে রাজা নিজেই দেবীকে প্রণাম করে নিজেই রাস্তা ছেড়ে দেন। পরে তিনি দেবীর জন্য বেশ কিছু জমিও দান করেন। তারপর থেকেই সোঁয়াই গ্রামেই মহা ধুমধামে পুজো হয়ে আসছে ৩৩১ বছর ধরে দেবী দুর্গার। এখানে শাক্তমতেই পুজো হয়। ষষ্ঠীর দিন

সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় পুজো। সপ্তমীর দিন বেলি বরণ, দোলা আনা, ছাগ বলি থেকে কুমারী পুজো সব নিয়ম প্রথা মেনেই পুজো হয়ে আসছে আজও। সপ্তমীর দিন ছাগ বলি হলেও অষ্টমীর দিনে এক রঙের ছাগ বলি হয় এখানে। নবমীর দিনে মোষ বলি প্রথা চালু আছে প্রথম দিন থেকেই। সঙ্গে ভেড়া বলি। এছাড়াও আখ, চালকুমড়ো ছাড়াও বিভিন্ন জিনিস বলি হয়।

পুজোর দিনে ভোগ নৈবিদ্য দেওয়া হয় রোজ। পুজোর চারটে দিন বাড়িতে মহিলাদের রান্না বান্নার কাজ থাকে না তাই তারাও এই চারটে দিন পুজোতে মেতে ওঠেন আনন্দে। পুজোর চারটে দিন নর-নারায়ণ সেবার আয়োজন থাকে প্রতি বছরের মতো। পুজোর সব থেকে বড় আকর্ষণ হল এখানকার মোষ বলি। নবমীর দিন আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ বলি দেখতে ভিড় জমান মন্দিরে। শোনা যায় আগে দুটি করে মোষ বলি হত। একবার পুজোর সময় নবমীর আগের দিন একটি মোষের গলায় দড়ির ফাঁস লেগে মৃত্যু হয় সেই থেকেই দুটির বদলে একটি মোষ বলির প্রথা চলে আসছে। তবে, পরিবার সূত্রে জানা যায় মোষ বলি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয় ইংরেজরা। তারা সেই সময় তৎকালীন জেলাশাসককে দিয়ে বলি প্রথা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু, হঠাৎই পুজোর সময় জেলাশাসক নিজে এসে পুনরায় বলি চালু করতে বলে যান। কারণস্বরূপ তৎকালীন জেলাশাসক তাদের জানান, রাতে তার ঘুম হচ্ছে না, সবসময় নানান দুঃস্বপ্ন দেখছেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে কেউ ত্রিশূল নিয়ে তাকে মারতে আসছে। এক প্রকার অসুস্থ হয়েই পড়েছিলেন তিনি।ত ই বলি প্রথা বন্ধ করা যাবে না। মুখার্জি বাড়ির সদস্যরা বলেন, পুজোর কয়েকটা দিন যে যেখানেই থাকুক, সবাই এসে হাজির হয় পুজোতে। পুজোর সময় বাড়ির মহিলারা কোথাও বের হন না অন্য ঠাকুর দেখতে। বাড়ির সদর দরজার উপরে একসময় নহবত বসত। তবে এখন সেখানে ফাঁকাই থাকে।

মেয়েদের বিশ্বকাপেও ভারতের কাছে হার পাকিস্তানের, ঘুরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীতেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল না দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। তবে দর্শকসংখ্যা একেবারে কমও ছিল না। ৩ অক্টোবর শুরু মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সবচেয়ে বেশি দর্শক দেখল চতুর্থ দিনে এসেই। আজ দুবাইয়ের দিনের প্রথম ম্যাচটিতে যে মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান।

ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সেই লড়াইয়ে জিতেছে ভারত। 'এ' গ্রুপের ম্যাচটিতে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রান করে পাকিস্তান। রানটা ৭ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখে পেরিয়ে প্রথম জয়ের দেখা পেল ভারত। এ জয়ে হারমানপ্রীত কৌরের দল সেমিফাইনালে ওঠার দৌড়ে টিকে রইল ভালোভাবেই। নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ শুরু করা ভারত দ্বিতীয় ম্যাচে পেল প্রথম জয়। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে শুরু করা পাকিস্তান হারল প্রথমবার।

রান তাড়ায় ভারতকে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর। ৬১ রানে ২ উইকেট হারানোর পর উইকেটে আসা অধিনায়ক ২৪ বলে করেছেন ২৯ রান। উইকেটে আসার পর ৮০ রানের মাথায় জেমিমা রদ্রিগেজ ও রিচা ঘোষকে ফিরতে দেখা হারমানপ্রীত ম্যাচটি শেষ করে যেতে পারেননি। দলের যখন ২ রান দরকার, স্টাম্পিংয়ের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে চোটে পড়ে উঠে যেতে হয় তাঁকে। অধিনায়ক আহত হয়ে অবসর নেওয়ার পরের বলেই চার মেরে দলের জয় নিশ্চিত করেন সজীবন সাজানা।

১৮ রানে স্মৃতি মান্ধানার (৭) বিদায়ের পর জেমিমা রদ্রিগেজকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৪৩ রান যোগ করেন ওপেনার শেফালি বর্মা। ওমাইমা সোহেলকে ছক্কা মারতে গিয়ে লং অনে আলিয়া রিয়াজের হাতে ক্যাচ দেন শেফালি। ৩৫ বলে ৩ চারে ৩২ রান করা শেফালিই ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ২৮ বলে ২৩ রান করেছেন জেমিমা।

এর আগে যতটা সম্ভব বাজেভাবেই শুরু করেছিল পাকিস্তান। প্রথম ওভারের শেষ বলে দলটি ওপেনার গুল ফিরোজা যখন 'হাঁস' নিয়ে ফিরলেন দলটির রান ১। আরেক ওপেনার মুনিবা আলী এরপর সিদরা আমিনকে নিয়ে ৩.৫ ওভারে যোগ করে ২৪ রান। ৮ রান করে সিদরা অফ স্পিনার দীপ্তি শর্মার বলে বোল্ড হওয়ার পর ধস নামে পাকিস্তানের ইনিংসে। ২৫ থেকে ৫২;২৭ রান তুলতে ৪ উইকেট হারায় দলটি।

এরপর ৭০ ও ৭১ রানে আরও ২ উইকেট হারায় পাকিস্তান। এরপরও যে দলটির রান ১০০ পেরোল, তাতে বড় অবদান নিদা দারের। ৩৪ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ২৮ রান করে মিডিয়াম পেসার অরুন্ধতী রেড্ডির তৃতীয় শিকার হয়েছেন নিদা দার। ৪ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে অরুন্ধতীই ভারতের সেরা বোলার। পাকিস্তানের ইনিংসে নিদা দার ছাড়া দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন মুনিবা (১৭), ফাতিমা সানা (১৩) ও দশে নামা সৈয়দা আরুব শাহ (১৪*)।

পাকিস্তানকে হারালেও এখনো পয়েন্ট তালিকায় প্রতিবেশীদের নিচেই আছে ভারত। ২ ম্যাচে দুই দলেরই পয়েন্ট ২। তবে পাকিস্তান (০.৫৫৫) ভারতের (-১.২১৪) এগিয়ে আছে নেট রান রেটের হিসাবে। পাকিস্তান আছে তিনে, ভারত চারে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় ৭ উইকেটে সূর্যদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ দেখতে রবিবার এসেছিলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তাঁর বাবা মাধবরাও সিন্ধিয়ার নামে তৈরি করা হয়েছে গোয়ালিয়রের নতুন মাঠটি। রবিবার ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ দিয়েই অভিষেক হল শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামটির। গোয়ালিয়র পেল নতুন আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। যে মাঠে বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারাল সূর্যকুমার যাদবের ভারত।

ব্রিটিশ শাসনের সময় গোয়ালিয়রের শেষ রাজা ছিলেন জিয়াজিরাও সিন্ধিয়া। তাঁর ছেলে মাধবরাও দেশের মন্ত্রী ছিলেন। ৫৬ বছর বয়সে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন তিনি। সেই মাধবরাওয়ের নামে মাঠ। এখন ৩০ হাজার দর্শক ধরে। আগামী দিনে যা বেড়ে ৫০ হাজার হওয়ার কথা। সেই মাঠে প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ তোলে ১২৭ রান। ভারত সেই রান তুলতে খুব বেশি সময় নেয়নি। ৪৯

বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে যান সূর্যকুমারেরা।

টেস্ট সিরিজ বাংলাদেশকে দাপটের সঙ্গে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারত। সেই দলের কাউকেই টি-টোয়েন্টি দলে রাখা হয়নি। তবুও ভারত খেলল একই রকম দাপটের সঙ্গে। রবিবার অভিষেক হল নীতীশ কুমার রেড্ডি এবং মায়াঙ্ক যাদবের। সূর্যকুমারের নেতৃত্বে তরুণ ভারত কেমন খেলে সেই দিকে নজর ছিল সমর্থকদের। শুরুটা মন্দ হল না। তিনটি করে উইকেট নিলেন বাঁহাতি পেসার আরশদীপ সিংহ এবং তিন বছর পর দলে ফেরা বরুণ চক্রবর্তী। একটি করে উইকেট মায়াঙ্ক, হার্দিক পাণ্ড্য এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের।

২০২১ সালে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুবাইয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন বরুণ। রবিবার ভারতের জার্সিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রে তিনি যখন খেলতে নামছেন, তখন ভারত মাঝের তিন বছরে ৮৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে। খলিল আহমেদ ২০১৯ সালের পর খেলেছিলেন ২০২৪ সালে। তাঁর দু'টি ম্যাচের মাঝে ভারত ১০৪টি ম্যাচ খেলেছিল। বরুণ এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রইলেন। রবিবার সুযোগ পেয়ে ৪ ওভারে ৩১ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নিলেন বরুণ। তোহিদ হৃদয়, জাকের আলি এবং রিশাদ হোসেনকে আউট করেন তিনি।

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIQ-18/2024-25,WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIQ-19/2024-25** for Supplying and delivery of materials at site within Krishnanagar Municipality. and **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIQ-20/2024-25** for Supplying and delivery of materials at Motor Vehicles Department within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details.
Tender Id: 2024_MAD_762863_1, 2024_MAD_762927_1 & 2024_MAD_762957_1.
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

আই লিগ-৩ জিতল ডায়মন্ড হারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আই লিগ-৩ জিতে নিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে চানমারি এফসি-কে ১-০ হারিয়ে ট্রফি জিতেছে তারা। মিডফিল্ডার রাঘব গুপ্তার একমাত্র গোলে জিতল ডায়মন্ড হারবার। দলের এই জয়ে খুশি হয়ে অভিনন্দন বার্তা পোস্ট করেছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম্যাচের ২৯ মিনিটে বাঁ পায়ের দূরপাল্লার শটে গোল করেন রাহুল। ম্যাচে আর গোল না হলেও ওই একটি গোলেই ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যায়। টানা আট ম্যাচ জেতার পর থামতে হল চানমারিকে।

তৃতীয় বারের প্রচেষ্টাতেই ট্রফি জিতল ডায়মন্ড হারবার। একই সঙ্গে পরের বছর আই লিগ ২-এ খেলার যোগ্যতা অর্জনও করল কিবু ভিকুনার দল। জাতীয় পর্যায়ে এটাই তাদের প্রথম ট্রফি। প্লে-অফের চারটি ম্যাচই জিতেছে তারা।

ম্যাচের ফলাফল দেখে বোঝা না গেলেও পুরো সময়টা আধিপত্য ছিল ডায়মন্ড হারবারের। শুরু থেকে চানমারির উপর দাপট দেখিয়েছে তারা। ম্যাচে ৬৯ শতাংশ সময়ে বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল ডায়মন্ড হারবারেরই। চানমারির অর্ধেই দাপিয়ে খেলেছে তারা। স্ট্রাইকার নরহরি শ্রেষ্ঠা একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছেন। প্রতিযোগিতায় তাঁর আটটি গোল রয়েছে।

তবে রাহুলকে দিয়ে গোল করিয়েছেন শ্রেষ্ঠাই। নিখুঁত পাসে গোল করান। ডায়মন্ড হারবার ছাড়াই আই লিগ-২-এর যোগ্যতা অর্জন করেছে চানমারি, কিনু লাইব্রেরি ও স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং স্যাট তিরুর।

রবিবার বিকেলে সমাজমাধ্যমে বার্তা পোস্ট করেন অভিষেক। লেখেন, চলতি মরসুমে ডায়মন্ড হারবারের অসাধারণ পারফরম্যান্স। আই লিগের তৃতীয় ডিভিশন জেতা এবং আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য গোটা দলকে অনেক শুভেচ্ছা। ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠার যে স্বপ্ন রয়েছে আমাদের, তার পাশে থাকার জন্য সকল সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও ধন্যবাদ।

মেসিদের ১ ম্যাচে প্রয়োজন ২ পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: কী দারুণ এক বাঁকে এসে দাঁড়িয়ে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি!

মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নিয়মিত মৌসুম শেষ হতে আর একটি ম্যাচ বাকি আছে। এমএলএসের ইতিহাসে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়ার রেকর্ড ছুঁতে এই এক ম্যাচ থেকে লিওনেল মেসির মায়ামির প্রয়োজন ২ পয়েন্ট। যার মানে, রেকর্ড ছুঁতে ম্যাচটি জিততেই হবে। ম্যাচটি জিতলে ৩ পয়েন্ট পেয়ে কোনো ভাগাভাগি ছাড়াই রেকর্ডটি নিজেদের করে নেবে মায়ামি।

৭৩ পয়েন্ট নিয়ে এর আগে এমএলএসের এক মৌসুমে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়ার রেকর্ডটি ছিল নিউ ইংল্যান্ড দলের, যেটা তারা গড়েছিল ২০২১ সালে। মায়ামি রেকর্ডের হাতছানির ম্যাচটি নিজেদের মাঠে ফ্লোরিডার সময় ১৯ অক্টোবর খেলবে সেই নিউ ইংল্যান্ড দলের বিপক্ষেই।

নিজেদের এমন অদ্ভুত বাঁকে নিয়ে যেতে মায়ামি আজ টরন্টো এফসির মাঠ থেকে জিতে এসেছে ১-০ গোলে। এই জয়ে মায়ামির পয়েন্ট হয়েছে ৩৩ ম্যাচে ৭১। আগেই প্লে-অফ আর সাপোর্টার্স শিল্ডের শিরোপা নিশ্চিত করা মায়ামি অবশ্য আজ মেসির ওপর নির্ভর করে জেতেনি।

মেসি এই ম্যাচে শুরুর একাদশেও খেলেননি। মায়ামি ম্যাচের একমাত্র গোলটি অবশ্য পেয়েছে মেসি মাঠে নামার পরই। ৬১ মিনিটে মাঠে নেমেছেন আর্জেন্টাইন তারকা।

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

1. WBMAD/ULB/BM/PW/GREEN CITY MISSION/NIT– 30/2024-2025 Memo No:-2134/PWD/BM/2024-2025, Dated 03.10.2024
Name of the Work:- 2 Nos. work (Sl.1-2) Supply, delivery and replacement of Street Light under Bolpur Municipality.
Last Date of Submission **02.11.2024**
2. WBMAD/ULB/BM/PW/15th FINANCE SCHEME/NIT– 31/2024-2025 Memo No:-2137/PWD/BM/2024-2025 Dated 03.10.2024
Name of the Work:- 1 Nos. work (Sl.1) Installation of Submersible pump in ward no. 21 under Bolpur Municipality.
Last Date of Submission **23.10.2024**
3. WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/NIQ– 08(2nd Call)/2024-2025 Memo No:-2136/PWD/BM/2024-2025, Dated 03.10.2024
Name of the Work:- 1 No. work (Sl.1) Preparation of DPR for B+G+IV under Bolpur Municipality
Last Date of Submission **23.10.2024**
4. WBMAD/ULB/BM/PW/AMRUT2.0/NIQ– 11/2024-2025 Memo No:-2135/PWD/BM/2024-2025 Dated 03.10.2024
Name of the Work:- 3 Nos. work (Sl.1-3) Supply of fitting, fixing of play equipment at different park under Bolpur Municipality.
Last Date of Submission **23.10.2024**
For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বিজেপির হয়ে নির্বাচনী প্রচার কেজরিওয়ালের?

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: বিজেপির হয়ে নির্বাচনী প্রচার করবেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল? রবিবার বক্তৃতা দিতে গিয়ে চমকে দিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তবে, তার জন্য একটা বড় শর্ত দিয়েছেন তিনি। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। কেজরিওয়াল বলেছেন, এই দাবি পূরণ করলেই তিনি গেরুয়া শিবিরের হয়ে প্রচার করবেন।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে, এদিন দিল্লিতে 'জনতা কি আদালত' নামে একটি জনসভার আয়োজন করেছিল আপ। সেখানেই এই ভাষণ দেন কেজরিওয়াল। রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার মুখ থুবড়ে পড়েছে। চূড়ান্ত ব্যর্থ ডবল ইঞ্জিন সরকার। আর সেই কারণেই বিজেপিকে এখন জনগণ প্রত্যাখ্যান করছে বলে দাবি করেন কেজরিওয়াল। তাঁর দাবি, নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপির 'ডবল ইঞ্জিন' মডেল আসলে 'ডবল লুট এবং ডবল দুর্নীতি'-র মডেল। এরপরই তিনি বলেন, 'আমি ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২২টি বিজেপিশাসিত রাজ্যে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চ্যালেঞ্জ করছি। যদি তিনি তা করেন, তবে আমি বিজেপির পক্ষে প্রচার করব। বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলি বলছে, হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে শীঘ্রই বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারগুলি ভেঙে পড়বে।' বাস মার্শাল এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের অপসারণের পাশাপাশি দিল্লিতে হোম গার্ডদের বেতনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রেক্ষিতে তিনি বিজেপিকে গরিব-বিরোধী বলে অভিযুক্ত করেছেন। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, দিল্লিতে গণতন্ত্র নেই। কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির উপ-রাজ্যপালকে দিয়ে দিল্লি চালাচ্ছে বলে জানান তিনি।

নদীতে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল ৭ শিশু

পটনা, ৬ সেপ্টেম্বর: নদীতে স্নান করতে নেমে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বিহারে রোহতাস জেলার সোন নদীতে তলিয়ে গেল ৭ শিশু। এই দুর্ঘটনার পর ৫ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ২ জনের খোঁজে চলছে তল্লাশি অভিযান। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই ৭ শিশু তুংবা গ্রামের বাসিন্দা এবং একই পরিবারের সদস্য। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল ওই ৭ জন। যাদের বয়স ৮-১২ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে একজন স্নান করতে করতে গভীর জলের দিকে চলে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে একে একে বাকিরাও তলিয়ে যায় নদীতে। স্থানীয় লোকজন এই ঘটনা দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশের তরফে স্থানীয় ডুবুরির সাহায্য নেওয়া হয়। তল্লাশি অভিযানে ৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ টিম। নিখোঁজ ২ জনের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, এই ৭ জনের মধ্যে ৪ জন একই পরিবারের সদস্য। বাকি ৩ জন তাদের আত্মীয়। এদিন সকালে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল তারা। তবে নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়া ও প্রবল স্রোতের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত ৫ জনের দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। বাকি দু'জনের খোঁজ চলছে। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলের এক ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে যাতে দেখা যাচ্ছে, উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীর ভিড় ভেঙে পড়েছে নদীর পাড়ে। রয়েছে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-22 of 2024-2025 Dated 04.10.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

পঞ্চায়েত ভোটের আগে ধুন্ধুমার পঞ্জাবে

বিরোধী দলের নেতার গুলিতে বিদ্ধ আপ নেতা চিকিৎসাধীন

চণ্ডীগড়, ৬ সেপ্টেম্বর: পঞ্চায়েত নির্বাচনের পঞ্জাবে ধুন্ধুমার পরস্থিতি সৃষ্টি হল। মনোনয়ন পেশের আগে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়লেন সরকার এবং বিরোধী পক্ষের দুই নেতা। তার জেরে গুলিবিদ্ধ হন আপ নেতা। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।

আগামী ১৫ অক্টোবর পঞ্জাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার জন্য মনোনয়ন পেশের সময়সীমা শেষ হচ্ছে সোমবার। তবে রাজ্যের একাধিক এলাকায় মনোনয়ন পেশ ঘিরে চলছে ব্যাপক অশান্তি। রবিবার সেই উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল। রবিবার বিডিও দপ্তরের সামনে বচসা থেকে গুলি চলে। জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আপ নেতা মনদীপ সিং ব্রার। জালালাবাদের সরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় লুধিয়ানার মেডিক্যাল সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেও তাঁর শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক। স্থানীয় আপ বিধায়ক জগদীপ কম্বোজ গোলডির অভিযোগ, বিডিও দপ্তরের সামনে

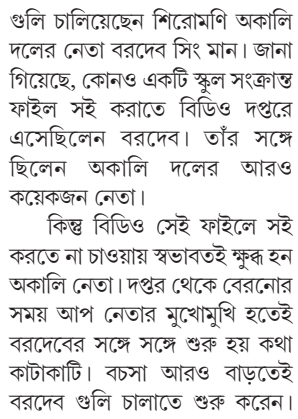

গুলি চালিয়েছেন শিরোমণি অকালি দলের নেতা বরদেব সিং মান। জানা গিয়েছে, কোনও একটি স্কুল সংক্রান্ত ফাইল সই করাতে বিডিও দপ্তরে এসেছিলেন বরদেব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অকালি দলের আরও কয়েকজন নেতা।

কিন্তু বিডিও সেই ফাইলে সই করতে না চাওয়ায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হন অকালি নেতা। দপ্তর থেকে বেরনোর সময় আপ নেতার মুখোমুখি হতেই বরদেবের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। বচসা আরও বাড়তেই বরদেব গুলি চালাতে শুরু করেন। তাতেই গুরুতর আহত হন আপ নেতা। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওয়েটারের চাকরির জন্য কানাডায় ভারতীয়দের লাইন

ওটায়া, ৬ অক্টোবর: বিদেশে পড়তে যাওয়া এবং সেখানে মনের মতো চাকরি পেয়ে থিতু হওয়া। এমন স্বপ্ন দেখেন অসংখ্য ভারতীয়। কিন্তু এই 'পোড়া দেশ' ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে সত্যিই কি সকলের স্বপ্নপূরণ হয়? এই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, কানাডার ব্রাম্পটনের এক রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের চাকরির জন্য হাজার তিনেক মানুষের দীর্ঘ লাইন। বলা হচ্ছে, তাঁদের অধিকাংশই ভারতীয় পড়ুয়া!

'মেঘ আপডেটস' নামের এক এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করা হয়েছে ভিডিওটি। লেখা হয়েছে, 'কানাডায় ভয়াবহ দৃশ্য! হাজার তিনেক পড়ুয়া (যাঁদের অধিকাংশই ভারতীয়) ব্রাম্পটনের এক নতুন রেস্তোরাঁর দেওয়া বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে ওয়েটারের চাকরির জন্য লাইন দিয়েছেন। ট্রুডোর কানাডায় কি বেকারত্ব বিপুল? যে ভারতীয় পড়ুয়ারা ভারত ছেড়ে কানাডায় পাড়ি দেন গোলাপি স্বপ্ন নিয়ে তাঁদের গভীর আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটি। অনলাইনে আলোচনা শুরু হয়েছে তা নিয়ে। এক নেটিজেন লিখছেন, 'মানুষের উচিত এটা বোঝা যে মন্দা মাথার উপরে রয়েছে। এটা বিদেশে যাওয়ার জন্য আদর্শ সময় নয়।' অবশ্য অনেকে এতে এত আশঙ্কার কিছু নেই বলেই মনে করছেন। তাঁদের মতে, রেস্তোরাঁয় পার্ট টাইম কাজ করাটা বিদেশে পড়তে যাওয়া তরুণ-তরুণীদের কাছে নতুন কিছু নয়। এমনটা বরাবরই হয়ে এসেছে। এতে 'গেল গেল' রব তোলার কিছু নেই। এটা একটি অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য। হয়তো, স্বপ্নের শুরুটা কঠিন মনে হচ্ছে। কিন্তু এখান থেকেই যে ওই পড়ুয়ারা আগামিদিনে চমৎকার কেরিয়ার গড়ে তোলার দিকে এগোবেন না তা কে বলতে পারে। পক্ষে বা বিপক্ষে এমন নানা মত ঘিরে ভিডিওটি নিয়ে শোরগোল তুঙ্গে পৌঁছেছে।

নিখোঁজ হেজবোল্লার সম্ভাব্য প্রধান হাশেম সফিউদ্দিন? জল্পনা

জেরুজালেম, ৬ অক্টোবর: হেজবোল্লার সম্ভাব্য প্রধানকে নিকেশ করতে বড়সড় হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। তারপর থেকে নাকি খোঁজ মিলছে না জঙ্গি নেতার। সূত্রের খবর, লেবাননের দক্ষিণে একটি এলাকায় বাঙ্কারে লুকিয়ে ছিলেন হেজবোল্লার সম্ভাব্য প্রধান হাশেম সফিউদ্দিন। কিন্তু ইজরায়েলি হানার পরে ওই এলাকায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না উদ্ধারকারী দলগুলোকে। গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে হেজবোল্লাও।

দিনকয়েক আগে খবর মেলে, এবার নাসরাল্লার উত্তরসূরিকে নিকেশ করতে উঠেপড়ে লেগেছে ইজরায়েল। গত বুধবার রাত থেকে বেইরুটে বিমান হানা চালিয়েছে ফৌজ। তাদের মূল নিশানা হাশেম সফিউদ্দিন। ঘটনার সময়ে তিনি হেজবোল্লার শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। তবে ইজরায়েলি হানায় হাশেমের মৃত্যু হয়েছে কিনা, তা এখনও জানা যায়নি। তেল আভিভ বা হেজবোল্লার তরফে এই নিয়ে কিছু জানানো হয়নি সরকারিভাবে।

শুক্রবার এই হামলার পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি হাসান নাসরাল্লার পরে হেজবোল্লার আরেক প্রধানও নিকেশ হল ইজরায়েলি হামলায়? লেবাননের নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে খবর, দানিয়েহর যে এলাকায় সফিউদ্দিন বাঙ্কারে লুকিয়ে ছিলেন সেখানে আছড়ে পড়েছে ইজরায়েলের বিমানবাহিনীর মিসাইল। কিন্তু সেখানে উদ্ধারকারীদের কাজ করতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে, লেবাননে হামলা চালানোর পরে সেদেশে কতটা 'সাফল্য' এল সেটা নিয়ে ধন্দে ইজরায়েলও। আদৌ কি নাসরাল্লার উত্তরসূরি বেঁচে রয়েছেন? উত্তর নেই তেল আভিভের কাছে।

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/410/24-25 Dated 05.10.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Chowhati Bidhan block Masjid at Ward Number 23, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/411/24-25 Dated 05.10.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Haraharitala Manickpur Main Road, in front of Vivek Bhaban at Ward Number 23, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **14.10.2024 at 11-00 hrs.**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Total Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Construction of 4 (Four) no. Drains	WB/MAD/ULB/BEL/NIe T-09/2023-24 (2nd Call)	39.27 Lakh	22.10.2024 at 2:00 PM.
2.	Construction of 2 (Two) no. Roads	WB/MAD/ULB/BEL/NIe T-13/2023-24(2nd Call)	15.10 Lakh	
3.	Construction of Drain	WB/MAD/ULB/BEL/NIe T-14/2023-24(2nd Call)	4.38 Lakh	
4.	Construction of Road & Drain	WB/MAD/ULB/BEL/NIe T-23/2023-24 (2nd Call)	3.67 Lakh	
5.	Construction of 7 (Seven) no. Roads and Drains	WB/MAD/ULB/BEL/NIe T-24/2023-24 (2nd Call)	19.52 Lakh	
6.	Construction of Mastic Asphalt Road	WB/MAD/ULB/BEL/NIe T-01/2024-25 (2nd Call)	82.61 Lakh	
7.	2 (Two) no. works in connection with LED Street Light	WB/MAD/ULB/BEL/NIe T-03/2024-25 (2nd Call)	67.75 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

কবিতা

প্রার্থনা তাই মা'কে

সন্দীপন রায়

নীল সাদা মেঘ যায় দেখা যেই বর্ষা মেঘের ফাঁকে,
মন কেমনের শরৎ এসে খোঁজ করে ঠিক মা'কে।
দিগন্তে ওই কাশের দোলা, পুকুর দিঘির পদ্ম।
মন বাগানে শিউলি ঝরে, জাগছে যে ভোর সদ্য।
তবু এবার মন ভালো নেই হারানো মেয়ের জন্যে,
হারিয়ে গিয়ে অনেক কিছুই শিখিয়েছে যে কন্যে।
শিক্ষা দিল উঠতে জেগে জীবনের বাঁকে বাঁকে।
শারদীয়ায় তাই করি খোঁজ সবাই সবার মা'কে।
মেয়েকে যদি হারিয়ে ফেলি, মা'কে না পাই কাছে,
কেমন করে হাসবে বলো ফুল গুলো ওই গাছে।
চোখের জলে ভিজিয়ে মাটি সময় ছবি আঁকে।
আঁধার রাতের কাটুক বাধা, প্রার্থনা আজ মা'কে।

পুজো

সায়ন্তনী ব্যানার্জি

ঝকমকে রোদ্দুরে ঢেউ তোলে নীল পাখি,
ঢাক বাজে আর নাচে চৌধুরীদের ঢাকি।
আম কলা সিন্নি ও চার ফালি লাল চেরি;
কাশ বলে, আর পুজো আসতে ক'দিন দেরি?
তার কারো সইছে না, এই এলো এই এলো!
এর মাঝে কাল টুনি তিনখানি ফ্রক পেল।
শেষকালে দুর্গা ঠাকুর এলো নৌকাতে,
চার ফোঁটা পড়ল ঘি শুভ্র গরম ভাতে।

বাজনা বাজে

অসীম শীল

নীলের বাহার আকাশ জুড়ে
পাল তুলে মেঘ ধবল রঙে গানের সুরে
মোহন মায়ায়, বাজনা বাজে বুকের ভিতর উন্মাদনায়

নদীর তিরে সবুজ মাখা গর্ভিনী ধান
শিউলি ঝরা ভোরের বেলা আনন্দ ঘ্রাণ
চক মোহনায় দুলছে হাওয়ায় কাশফুলেরা,
ঢ্যাম কুড়াকুড় তাকুর নাকুর ঢাকে কাঠি রাসু ডোমের

খোশমেজাজে লিওর মাখে
ঘেসো জমি
আসছে পুজো প্রকৃতি তাই বেজায় রঙিন।

শুকনো নদী

দেবাশীষ সরকার

জীবনের প্রথম 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা
ক্লাস টু কি থ্রি!
তুই নির্দ্বিধায় আমার রঙ পেনসিল কেড়ে
বর্ষার উপচে পড়া নদী এঁকে প্রথম, আর
আমার শুকনো সাদা নদী ঘরে ও বাইরে
বয়ে আনলো তীব্র ভর্ৎসনা

হেঁচকি ওঠা অবিশ্রান্ত কান্না...
মুছিয়ে দিয়ে বললি,
'ওভাবে কাঁদিস না প্লিজ!
দেখবি, একদিন তোকে এক
ম...স...তো বড় সমুদ্র এনে দেব
একেবারে নীল...
বিশ্বাস কর! গড প্রমিস... !'

প্রবল বিশ্বাসে টইটম্বুর সেই নীলাকাশ
দু'চোখে নিয়ে
এঁকেছি কত ছবি মনের ক্যানভাসে,
এঁকেছি উদ্দাম ঝর্ণার নীচে উচ্ছ্বসিত নারী
প্রস্ফুটিত গোলাপ, ময়ূরের নাচ...

অথচ আজ
সূর্য যখন নিয়েছে বাঁক পশ্চিম ধারে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর ঐ পারে
তোর কি কিছুই মনে পড়ে আর!
নিস্তব্ধ মধ্যরাতে, কখনও কি শুনতে পাস
একলা শুকনো নদীর অতৃপ্ত হাহাকার!

দুর্নিবার ঊর্মির কল্পলোকে
শুকনো গাঙে জল আঁকা, হল না আমার...

সাবেক 'দুগ্গা দুগ্গা' থেকে জমজমাট 'কার্নিভাল'

দীপক সাহা

শরতে কাশফুলের দোলা, শিশিরভেজা শিউলির সুবাস, ফকফকে পেজা তুলোর আকাশ, নয়ানজুলিতে জাগ দেওয়া পাটের গন্ধ মা দুর্গার আগমনের বার্তা নিয়ে আসে বাংলার ঘরে ঘরে। পুজোর আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে এ প্রাণ থেকে ও প্রাণে। ধর্ম-বর্ণের জাল ভেদ করে দুর্গাপুজো রূপ নেয় বাঙালির উৎসবে। দুর্গাপুজো আজ এতই বর্ণময়, যা সত্যি 'উৎসব' শব্দের যথার্থতায় পরিপূর্ণ। দৈনন্দিন অভাব-অনটন পাশে সরিয়ে উৎসব-সুখে মাতোয়ারা বাঙালি। দুর্গাপুজো নিয়ে বাঙালির আবেগে প্রাথমিক ভাবে হয়ত তেমন বদল আসেনি। উদযাপনে ফারাক এসেছে প্রজন্মের নিয়মেই। দুর্গাপুজো, পারিবারিক, বারোয়ারি, তারপর সর্বজনীন। হালফিলের পুজো আয়োজনে এসেছে বিশাল পরিবর্তন। পুজোর রাজনৈতিক চরিত্রে বিবর্তনের বাঁকগুলো বদলে যাচ্ছে দ্রুত। আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও উদযাপিত হচ্ছে দুর্গোৎসব। ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত দুর্গাপুজো এখন সবার জন্য। সবার কল্যাণে এক মহামিলনের ধর্মনিরপেক্ষ সংগীতের সমাহার। জমিদার বাড়ির দালান থেকে শুরু করে আজকের কার্নিভালপুজো, পালটে যাওয়া গল্পের মাঝের ব্যবধান প্রায় তিনশো বছর।

হিন্দু ধর্মের আচার যখন উৎসবে পরিণত হয়েছে তখন তা ধর্ম ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি বহুমাত্রিক;তা স্থানিক ও চিরকালীন। তাই পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি, সেখানেই শারদ উৎসব। এই উৎসব বদলাতে বদলাতে আজ যেমন কর্পোরেট চাকচিক্য, তেমনি থিমনির্ভর। ধর্ম সেখানে অন্তরালে। উৎসবের দিনে ধর্ম ঢুকে পড়ে ভেতরের ঘরে। বড় হয়ে ওঠে আনন্দ, মিলন, বাণিজ্য। শিল্প-ভাস্কর্য-আলোকসজ্জার অপূর্ব প্রদর্শন। দুর্গাপুজো আজ আর কোনও বিশেষ ধর্মের বা জাতির বা দেশের নয়, সর্বধর্ম সমন্বয়ে, জাতির মেলবন্ধনে, আন্তর্জাতিকতায়, দুর্গাপুজো আজ সত্যিই সর্বজনীন। আর এই সর্বজনীন দুর্গোৎসব বাঙালির কাছে কেবল উৎসব নয়, বাঙালিয়ানার আবেগ। এইতো কার্নিভালের আসল চালচিত্র।

বৈদিক এবং আদিবাসী দেবদেবীদের মধ্যে 'মা' ধারণার পুজো ছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু যেভাবে এখন, যে আচারে-আয়োজনে দুর্গাপুজো দেখতে আমরা অভ্যস্ত ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত হিন্দুদের মূর্তিপুজোয় দুর্গাকে এই রূপে পুজো করার উল্লেখই তেমন নেই। ঐতিহাসিকদের মতে, মোটামুটি ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়। বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণ রায় অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী জেলার তহেররপুরের রাজা এবং পরবর্তীকালে গৌড়ের সম্রাট। তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের প্রধান সংস্কারক এবং সেই সময়ের বাঙালি হিন্দু সমাজের নেতা ছিলেন। কথিত আছে সম্রাট আকবরের শাসনামলে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজা কংসনারায়ণ বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। তাঁর দুর্গাপুজোয় সাড়ে আট লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। অনেকের মতে ১৬১০ সালে বেহালার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের শারদীয়া দুর্গাপুজো প্রথম শুরু হয়। তবে দুর্গাকে এমন ঘরের মেয়ে করে পুজো করার উল্লেখ আমরা পাই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে। এসবের মধ্যে আবার অদ্ভুত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে পলাশীর যুদ্ধ। হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতার ঐতিহাসিক উদাহরণ বা বাংলায় ইংরেজ শাসনের ইতিহাসের সূত্রপাত হিসেবেই শুধু নয়, বাংলায় দুর্গাপুজোর শুরু এবং বিস্তারের নেপথ্যেও পলাশীর যুদ্ধের ভূমিকা অনেকটাই।

মুঘলদের থেকে পৃথক হয়ে নবাবরা বাংলা শাসন করার সময় থেকেই অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু জমিদারদের উদ্ভব হয়। আস্তে আস্তে এই জমিদাররা ক্ষমতাবলে হয়ে ওঠেন প্রাদেশিক রাজা। এই গোটা ছবিটা বদলে যায় ১৭৫৭-র পর থেকেই। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে নবাবদের হার শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক জীবন যাপনেও অদ্ভুত বদল আনে। যুদ্ধের পরপরই প্রাদেশিক রাজাদের এক ছদ্ম ক্ষমতায়ন ঘটে। এতদিন প্রজাদের শাসন করলেও আসল ক্ষমতা ছিল বকলমে নবাবদের হাতেই। প্রাদেশিক রাজাও জানতেন জমিদারের ভূমিকায় আসলে এ কেবলই রাজা-রাজা খেলা। ইংরেজদের জয় এবং রাজ্য শাসনের মূল জায়গায় তাদের প্রবেশ এই জমিদারদের মনে দীর্ঘদিনের লালিত অভীপ্সায় নতুন করে নাড়া দেয়। প্রজাদের নিজের বশে রাখা এবং মালিক ইংরেজদের খুশি রাখতে দুর্গাপুজোকে সামনে নিয়ে আসেন জমিদাররা। পুজোকে উপলক্ষ করে জমিদারিত্বের মেয়াদ বাড়ানো এবং সুনজরে থেকে শাসকের অধীনে ছোট শাসক হয়ে ওঠাই ছিল প্রাদেশিক রাজাদের পাখির চোখ।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজরা চাইছিল একটা বিজয় উৎসব পালন করতে। কিন্তু কী করবে সেটা ভেবে পাচ্ছিল না। তখন ক্লাইভের ব্যক্তিগত সচিব নবকৃষ্ণ দেব আর ওদিকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিজ নিজ প্রাসাদে দুর্গাপূজা শুরু করলেন, সঙ্গে রবার্ট ক্লাইভকে আমন্ত্রণ করলেন। ঐতিহাসিকভাবে সত্য বাংলায় দুর্গাপুজোকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল ইংরেজরাই। এর একটা কারণও ছিল, বাংলার মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করা। আর দুর্গাপুজোর ব্যাপারে ইংরেজদের উৎসাহে সলতে দিয়েছিলেন তৎকালীন বাংলার দুই রাজা, নবকৃষ্ণ দেব ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নদিয়ার রাজা আর নবকৃষ্ণ নায়েব থেকে হয়ে উঠেছিলেন কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজা, ইংরেজদের সহায়তায়। আসলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের প্রধান সহায়তা করেছিলেন বাংলার এই দুই রাজা। মীরজাফর একা বিশ্বাসঘাতক নয়, পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস ঘাটলে জানতে পারি আমাদের বাংলারই কত লোক ইংরেজদের হয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে লড়েছিল। সেসব কথা অন্য অবসরে।

এদের দেখাদেখি ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরও নিজ গৃহে দুর্গাপুজো শুরু করেন। এরপর একে একে ছাতুবাবু লাটুবাবুদের বাড়ি, হাটখোলার দত্ত বাড়ি, দর্জিপাড়ার মিত্রদের বাড়ি আরও অনেকে দুর্গাপুজো শুরু করেন। আর এই সমস্ত বাবুদের বাড়ি দুর্গাপুজো মানেই ইংরেজদের আমন্ত্রণ ছিল বাঁধা। কোন জমিদার কোন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করে কত বাহারি তোয়াজ করতে পারবে এই নিয়ে লেগে যেত প্রতিযোগিতা। ইংরেজদের আমন্ত্রণ মানেই বাঈজি নাচ, মদের আসর, বাজির প্রদর্শনী, ফানুস ওড়ানো। আমোদ প্রমোদের চূড়ান্ত নিদর্শন। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে স্ফূর্তি, পয়সা ওড়ানো আর বাবুয়ানি দেখানোই ছিলো মূল উদ্দ্যেশ্য। কোন বাড়ির পুজো সব থেকে বিলাসবহুল আর জাঁকজমকের হয়েছে, কোন সাহেব এসেছিল, কত লোক খাইয়েছে এই নিয়ে চলত বাবুদের মধ্যে টক্কর। পুজোর দিন গুলোয় দান দক্ষিণা, কাঙাল ভোজন, বাজি পোড়ানো, সব চলত। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন আর আলোর রোশনাইতে ভরে যেত গোটা বাড়ি। নাচ মহলে মদের পেয়ালায় তুফান উঠতো। ইংরেজদের জন্য স্পেশাল মদ, আতরের ব্যবস্থা থাকত। তখন আর একটা রেওয়াজ ছিল, কার নাচ মহলে কোন বিখ্যাত বাঈজী নাচ দেখাতে এসেছে এ নিয়েও চলত রেষারেষি। সে কালের দুর্গোৎসব ছিল রাজা, জমিদার এবং কিছু বনেদি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ছিল প্রতিপত্তি দেখাবার অন্যতম মাধ্যম।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়েই বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কলকাতা এবং তার আশেপাশের এলাকায় শহরের জন্ম। সদ্য জন্মানো শহরে সদ্য জন্মানো বাঙালি ব্যবসায়ীদের চরিত্র নিয়ে খুব বেশি শব্দ খরচ না করলেও এটুকু বলা যায় সাদা চামড়ার আনুগত্য এবং লক্ষ্মীর বসতি পাকা করতে দুর্গাপুজো এক অস্ত্রই হয়ে ওঠে। হাল আমলের পুজোর কম্পিটিশন, উৎস খুঁজলে দেখা যায় এও সেই আমলেরই ধারা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর সময়ে আবার চরিত্র পালটায় দুর্গাপুজো। এতকাল যা ছিল শ্বেতাঙ্গদের মনোরঞ্জনের কারণ হঠাৎই ভূমিকা পালটে তা হয়ে ওঠে ইংরেজ হঠাও-এর অন্যতম অনুঘটক। ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরুর এই সময়ে বাড়ির মেয়ের খোলস বদলে দুর্গাকে যেন দেশমাতার ভূমিকাতেই বেশি করে ভাবতে চান বিপ্লবীরা। অবশ্য শুধু দেশমাতা বললে ভুল হবে। ইংরেজদের শাসন থেকে দেশকে বাঁচাতে একদিকে দেবী দুর্গাই হয়ে ওঠে শক্তির প্রতীক। আবার অন্যদিকে দুর্গাই হয়ে ওঠে দেশ। দেশ মানে মাতৃভূমি, মায়ের ভূমিকে রক্ষাই যেন হয় বিপ্লবীদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এবং লক্ষ্য। বাঙালির দুর্গাপুজোও সর্বজনীন হয়ে ওঠার পর এর সঙ্গে স্বদেশি ভাবের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুজোর মাধ্যমে সব মানুষকে একজোট হওয়ার আহ্বান। মা দুর্গা তো আসলে দেশের মা, বিপত্তারিণী, যিনি ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে পরাধীন ভারতবাসীকে রক্ষা করবেন। ইতিহাসবিদের মতে, দুর্গার এই চরিত্র বদলের পিছনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'আনন্দমঠে'র (১৮৮২ সালে লেখা) ভূমিকা অসামান্য। সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাসেই দুর্গাকে বা বলা ভাল শক্তির বিভিন্ন মৃণ্ময়ী রূপকে আন্দোলনকারীরা কীভাবে দেশের সঙ্গে একই স্থানে রাখছেন তা একেবারেই স্পষ্ট। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে ইংরেজ শাসনের আগের দেশের রূপ, কালীর সঙ্গে বর্তমান দেশের হাল এবং আসলে আমাদের দেশের কী হওয়া উচিত তার রূপ দুর্গারপ্রতিমার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেন বঙ্কিম। উপন্যাসে ব্যবহৃত 'বন্দেমাতরম' গান বিপ্লবীদের লড়াইয়ের অন্যতম মন্ত্র। বাঙালি-চালিত প্রেসগুলিতে দুর্গা প্রতিমার ছবির উপর বহু দেশাত্মবোধক গান ছাপা হয়। সেই সময়েই লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে বিভিন্ন পত্রিকায় পুজো বিষয়ক লেখাতেও দুর্গার এই দেশমাতায় বিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ইংরেজদের শাসনে তাঁর সন্তানদের দুর্বিষহ যাপন, খরা, বন্যা এবং দুর্গতি থেকে মুক্তির জন্য দুর্গতিনাশিনী হিসেবে দুর্গার উল্লেখ রয়েছে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত পত্রিকা বেঙ্গলিতেও।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পরেই সম্ভবত দুর্গাপুজোয় গুরুত্বপূর্ণ বদল আসে। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যপ্তি বাড়াতে এই উৎসবই বিপ্লবীদের কাছে হয়ে ওঠে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। প্রায় প্রতিটা পুজোর বিজ্ঞাপনেই নজরে আসে 'নাথিং বিদেশী, এভরিথিং স্বদেশী' জাতীয় পাঞ্চলাইন। সকলের জন্য এবং সকলকে নিয়ে সর্বজনীন দুর্গাপুজোর ধারণাটিও শুরু হয় এই সময় থেকেই। বলা হয়, উত্তর কলকাতার মানিকতলাতেই প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপুজোর শুরু, সেই সময় যার ডাকনাম ছিল 'কংগ্রেস পুজো'। এমনকী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় জেলের মধ্যে থেকেও বিপ্লবীদের দুর্গাপুজোর আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন এমন উদাহরণও রয়েছে প্রচুর। ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বর মাস। জেলে বসেই বন্ধুকে চিঠি লেখেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। জানান, জেলের মধ্যে থেকেও পুজোর আয়োজনের অনুমতি মিলেছে। সেই সময়ে পুজো কেন্দ্র করে লাঠিখেলার মতো প্রদর্শনী চালু হয়। যা আদতে বিপ্লবীদের অনুশীলনেরই অঙ্গ ছিল। সেই প্রথা মেনে আজও বাগবাজারে অষ্টমীর দিন বীরাষ্টমী পালন হয়। স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোয় প্রতিমাকে তখন খাদি বস্ত্র পরানো হতো। পুতুল ও অন্যান্য খেলার প্রদর্শনীর মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হতো।

মূলত উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকেই সর্বজনীন রূপ নিয়েছে দুর্গাপুজো। বাড়ির পুজো বারোয়ারি পুজোর চেহারা নেয় কংস নারায়ণের প্রায় ২০০ বছর পর। হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় অভিজাত সেন বাড়ির পুজোতে অংশ না নিয়ে ১২ জন বন্ধু মিলে পৃথকভাবে পুজো করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১২ জন বন্ধু বা ইয়ারের হাতে তৈরি পুজো হয়ে উঠল বাংলার প্রথম বারোয়ারি। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো করলেন। মঠের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৯০৯ সালে ভবানীপুরের 'সনাতন সভা' আয়োজিত পুজোয় সর্বসাধারণকে যুক্ত করার একটা প্রয়াস দেখা গেল। এই পুজোয় প্রথম নিজের দুর্গাস্তোত্র পাঠ করলেন ঋষি অরবিন্দ। এর বছর দশেক পরেই, ১৯১৯ সালে বাগবাজারে একটি সর্বজনীন ধাঁচের পুজো আয়োজিত হল। বাগবাজারের প্রদর্শিত পথে হেঁটে ১৯২৬ সালে কলকাতার 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' সকলের জন্য আয়োজন করল দুর্গাপুজো। এ পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ধনী-গরিব, জাতি-ধর্ম মিলেমিশে পুজোর আনন্দ দ্বিগুণ করে দিল। এভাবেই মা দুর্গা অভিজাতের কোল ছেড়ে বাঙলার প্রতিটি মানুষের আপন হয়ে গেলেন

সেই সময় প্রতিমা ও পুজোকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হত। সন্ধ্যায় আরতির মাধ্যমে মায়ের চরণে সমর্পণের যে আকুতি ছিল তা পর্যবেক্ষণের জন্য দর্শনার্থীদের মধ্যে একটি আবেগ কাজ করত। আগে আরতিতে যে আকুতি ছিল, এখন তা নেই। এখন দর্শনার্থীরা পূজাঙ্গনে যায় আলোর বাহার দেখতে, মাইকের শব্দ শুনতে এবং মিউজিক সিস্টেমের তালে গা দোলাতে। নানা কারণে এখন পারিবারিক পুজোগুলোর ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এখন বাহুল্যর আধিক্য, আন্তরিকতা ও ভক্তি কম। যৌথ পরিবারগুলোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় গ্রাম বাংলাতেও এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এখনকার পুজোর আনন্দের সঙ্গে আর্থিক সামর্থ্য লেপ্টে আছে। কালে কালে ঋতু বদলায়, কালে কালে মানুষের রুচি বদলায়। পুজোতে টক্কর মোড়কও বদলায়।

দুর্গাপুজোর আবেদন এখন বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক বিন্যাসের বাইরেও। অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দুর্গোৎসব এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবছর রাজ্যের ৪৩ হাজার দুর্গাপুজো কমিটিকে মোট ২৫২ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছেন। প্রতি পুজো কমিটিকে ৬০ হাজার টাকা করে। বিরোধীদের কটাক্ষ, ভোট বাজারে মুখ্যমন্ত্রীর এটি রাজনৈতিক বিনিয়োগ। রাজনৈতিক কচকচানি যায় থাকুক না কেন সমস্ত ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসবের আবেদন এখন বিশ্বজনীন।

তোষামোদের আয়োজন থেকে বিপ্লবের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্তির পন্থা হিসেবে দুর্গাপুজোয় বিবর্তনের আঁচড়গুলো নিঃসন্দেহে স্পষ্ট। শাসক বদলালে উৎসবেরও চরিত্র বদল হয়। ক্লাইভকে তুষ্ট করা হোক বা জমিদারিত্ব পাকা করতে টেক্কা দেওয়া ঝাড়লণ্ঠন আর দামী কারণবারির আয়োজন বা কোথাও যেন ঘুরেফিরে মিশে যাচ্ছে এইসময়ের থিম-টক্করের সঙ্গে। শাসকের মুখের উপর কখনও সুপারিম্পোজ হতে থাকে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের আদল, কখনও বা বর্তমান রাজনৈতিক দলের ঝাণ্ডার রঙ। তবে আর যাই বদলাক, পুজোর আড়ম্বর আর জাঁকজমক, লোক দেখানো কিন্তু এখনও আছে। আঙ্গিকের বিবর্তন হয়েছে। গল্প আসলে একই। বহুকালের শিকড়ওয়ালা একটা উৎসব, পোশাক বদলে বদলে হয়ে উঠছে কার্নিভাল। একটা সাধারণ উদ্দেশ্যে বিপ্লবের সঙ্গে মানুষের অন্তর্ভূক্তির তাগিদ আর দুর্গাপুজোর নেপথ্য নয়, বরং পুজো নিজেই এখন বহু শিল্প এবং শিল্পীর বেঁচে থাকার নেপথ্যের গল্প।

ঋণ স্বীকার:
১। চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা গবেষক
২। In The Name of The Goddess, তপতী গুহ ঠাকুরতা
৩। সন্দীপ ব্যানার্জি, শিক্ষাবিদ
৪। নীলাঞ্জন চক্রবর্তী, লেখক
৫। সুভাষ সিংহ রায়, রাজনীতি বিশ্লেষক